জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

এসআইআর : ২ মৃত্যু

ফের এসআইআর-আতঙ্কে মৃত্যু। হুগলির সপ্তগ্রামের স্বপন বাগদি শুনানির নোটিশ পেয়ে আতঙ্কে আত্মহত্যা করেন। কুশমন্ডির জয়ন্তী সরকার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। স্বামীর নাম ও তাঁর ছবি ভুল আসায় আতঙ্কে ছিলেন

পারদ পতনের লড়াই

বুধবার শহরের পারদ নেমেছিল ১১ ডিগ্রিতে। জেলায় জেলায় পারদ পতনের প্রতিযোগিতা। উত্তরের চার জেলায় ঘন কুয়াশার সর্তকতা। দার্জিলিংয়ে শুক্রবার পর্যন্ত হালকা বৃষ্টি এবং তুষারপাতের সতর্কতা

বিজেপির অসমে ডাইনি সন্দেহে পুড়িয়ে খুন করা হল দম্পতিকে

ফরিদাবাদে গণধর্ষণের পর ছুঁড়ে ফেলা হল গাড়ি থেকে

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২১৭ ● ১ জানুয়ারি, ২০২৬ ● ১৬ পৌষ ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 217 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 1 JANUARY, 2026 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

গানে-ছবিতে বর্ষবরণ

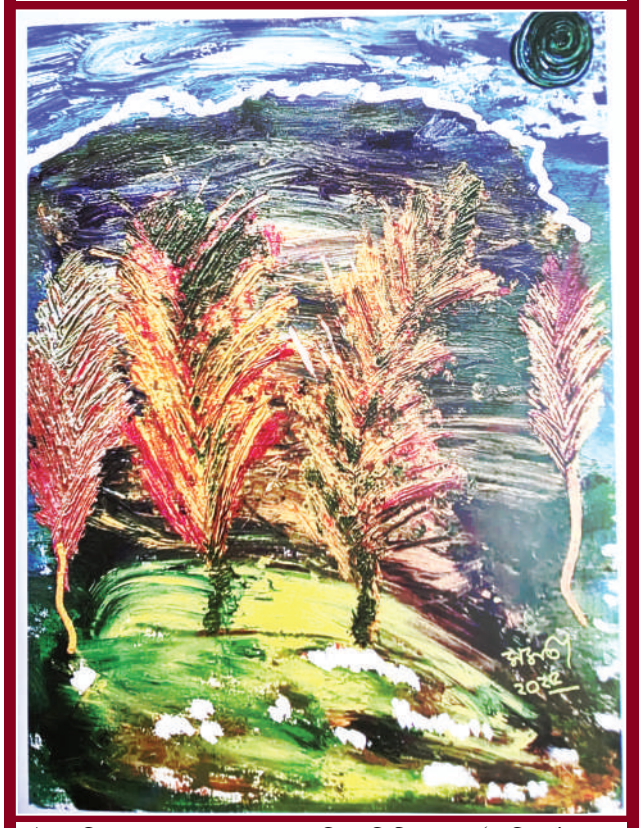

ইংরেজি নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে গ্রিটিংস কার্ডে ছবি আঁকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে তাঁর লেখা ও সুরে ইংরেজি গান গাইলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন।

বিজেপির কারচুপি ধরে ফেলেছি : অভিষেক

ভোট চুরির আসল পান্ডা হল কমিশন

প্রতিবেদন : জাতীয় নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিলেন, ভোট চুরি হচ্ছে ইভিএমে নয় ভোটার তালিকায়। ভোটার তালিকায় সফটওয়্যারের মাধ্যমে চুরি করা হচ্ছে। চুরি না হলে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা প্রকাশ করুক কমিশন। তালিকা প্রকাশ করতে না পারলে ক্ষমা চাক।

বুধবার দিল্লিতে কমিশনের দফতর থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নির্বাচন কমিশনের মুখোশ খুলে দেন। তিনি বলেন, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, বিহার, দিল্লিতে ভুলগুলি ধরতে পারেনি কংগ্রেস, আরজেডি, আম আদমি পার্টি। সব জায়গায় বিজেপি ৮৮ শতাংশের স্ট্রাইক রেটে জিতেছে, এটা কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়। এটা হয়েছে কারণ ভোটার তালিকায় চুরি হয়েছে এবং তা করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের দ্বারা। আক্রমণাত্মক মেজাজে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বলেন, আমরা প্রশ্ন করেছি, এসআইআর-এর সময় বিএলএ-দের সাহায্য নিতে পারলে শুনানি কেন্দ্রে কেন বিএলএ-রা থাকতে পারবে না? উনি বলছেন, নিয়ম নেই। তবে সার্কুলার ইস্যু করুক। বলছে, হবে না। আমি প্রশ্ন করেছি, বিহারে পরিযায়ী শ্রমিকদের সশরীরে শুনানিতে হাজিরা দিতে হয়নি। বাংলার ক্ষেত্রে পৃথক নিয়ম কেন? বাংলায় কেন ভার্চুয়াল শুনানি হবে না? বয়স্ক, অসুস্থ, শারীরিকভাবে অক্ষম ভোটারদের

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকের পর বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুনানিকেন্দ্রে ডেকে কেন হেনস্থা করা হচ্ছে? উনি কোনও সদত্তর দিতে পারেননি। এরপরই জ্ঞানেশ কুমারকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে অভিষেক বলেন, ক্ষমতা থাকলে আড়াই ঘণ্টার ভিডিয়ো ফুটেজ প্রকাশ করুন জ্ঞানেশ কুমার। অভিষেকের কথায়, কংগ্রেস এই ভোট চুরি ধরতে পারেনি বলেই তাদের হারতে হয়েছে। কিন্তু তৃণমূল কমিশনের এই ভোটার তালিকায় (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

বারোমাস

আমি ভাদরের ছন্নছাড়া মেঘ
তুমি শরতের কাশফুল
আমি জ্যৈষ্ঠের বস্তাপচা গরম
তুমি মাঘের মিষ্টি কুল।

আমি বৈশাখের তাণ্ডব প্রলয়
তুমি কার্তিকের হিমের ছোঁয়া
আমি আষাঢ়ের আষাঢ়ে গল্প
তুমি অঘ্রাণের নবান্নের হাওয়া।

আমি শ্রাবণের প্লাবন সন্ধ্যা
তুমি পৌষ মাসের শীতরাত্রি
আমি আশ্বিনের শিউলি সকাল
তুমি ফাগুনের দোলযাত্রী।

আমি কখনও রৌদ্র—কখনও ঝড়
কখনও বা বর্ষার নদী
আর তুমি-আমি মিলে বারোমাস কাটাই
বৈশাখ থেকে চৈত্র অবধি।

উৎসবের আমেজে আজ তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাদিবস

প্রতিবেদন : আজ বৃহস্পতিবার ১ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের ২৯তম প্রতিষ্ঠাদিবস। বাংলা জুড়ে নানা কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে যা পালন করবেন দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা। আজ সকাল ৯.৩০টায় কালীঘাটে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে পতাকা উত্তোলন করবেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি। এরপর তিনি বর্তমান তৃণমূল ভবনে সকাল ১০টায় পতাকা উত্তোলন করবেন। পুরোনো তৃণমূল ভবনে সকাল সাড়ে ১০টায় পতাকা তুলবেন তৃণমূলের সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার। এ ছাড়া কলকাতা-সহ রাজ্যের প্রতিটি জেলায়-টাউন-ব্লকে-অঞ্চলে, ওয়ার্ডে-ওয়ার্ডে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দলের প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হবে। সেইসঙ্গে স্বাগত জানানো হবে ইংরেজি নববর্ষ ২০২৬-কে। প্রতিষ্ঠাদিবসেই সকলে শপথ নেবেন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বিসর্জনের।

বছরের শেষ সূর্যাস্ত। ২০২৫-এর বিদায়। স্বাগত ২০২৬। বুধবার পড়ন্ত বেলায় ছবিটি তুলেছেন সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০ প্রশ্নের জবাব নেই, শুধু ক্ষমতা জাহির বিবৃতিতে

প্রতিবেদন : **বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের আসল লক্ষ্য হল এসআইআরের নামে বাংলার ভোটারদের একটা বড় অংশের নাম তালিকা থেকে মুছে ফেলা। কেন এমন অগণতান্ত্রিক-অসাংবিধানিক কাজ করা হচ্ছে? বুধবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে এমনই ১০ প্রশ্নবাণ ছুঁড়লেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক লোকসভায় দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেই ১০ প্রশ্নবাণের কোনও সদুত্তর দিতে** (এরপর ১২ পাতায়)

আঙুল নামিয়ে কথা বলুন সিইসিকে পাল্টা অভিষেক

প্রতিবেদন : আঙুল নামিয়ে কথা বলুন। আমরা জনতার দ্বারা নির্বাচিত। আপনার মতো মনোনীত নই। বুধবার দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে পাল্টা হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জাতীয় নির্বাচন কমিশনে গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে তিনি বলেন, আমাদের মৌলিক অধিকার আছে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার। আমরা তাদের (এরপর ১০ পাতায়)

আমি নির্বাচিত প্রতিনিধি। আপনার মতো মনোনীত নই

প্রথম মহিলা মুখ্যসচিব হলেন নন্দিনী চক্রবর্তী

প্রতিবেদন : রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব হলেন নন্দিনী চক্রবর্তী। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে তিনিই প্রথম মহিলা মুখ্যসচিব। বুধবারই মুখ্যসচিব পদে মনোজ পন্থের কার্যকালের শেষ দিন ছিল। তাঁর মেয়াদ আর বাড়ানো হয়নি। নবান্ন থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এতদিন স্বরাষ্ট্রসচিবের দায়িত্বে থাকা নন্দিনী চক্রবর্তীকেই নতুন মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রসচিব (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
1 January, 2026 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৯৪ সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪-১৯৭৪) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত পদার্থবিদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার হিসেবে যোগদানের পর সত্যেন্দ্রনাথ বসু তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞান ও এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফির ওপর কাজ শুরু করেন। এ ছাড়া তিনি ক্লাসে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পড়াতেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে আজ সারা দুনিয়া সমীহ করে কেবল মাত্র একটি অঙ্ক ভুল করার কারণেই। একদিন ক্লাসে আলোকতড়িৎ ক্রিয়া ও অতিবেগুনি রশ্মি বিপর্যয় পড়ানোর সময় তিনি শিক্ষার্থীদের বর্তমান তত্ত্বের দুর্বলতা বোঝাতে এই তত্ত্বের সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের পার্থক্য তুলে ধরেন। ঠিক ওই সময়

তত্ত্বটিকে অঙ্কের মাধ্যমে বোঝাতে গিয়েই তিনি ভুলটা করে ফেলেন। পরে দেখা যায় তাঁর ওই ভুলের ফলে পরীক্ষার সঙ্গে তত্ত্বের অনুমান মিলে যাচ্ছে! তিনি তখন মনে মনে ভাবলেন, সে ভুল নিশ্চয় কোনও ভুল নয়। শুরু হল তার উপর নিজের মতো করে গবেষণা। প্রথম প্রথম কেউ তাঁর কথা মানতে চাননি। পরবর্তীতে সত্যেন্দ্রনাথ হতাশ চিত্তে গবেষণাপত্রটি আইনস্টাইনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আইনস্টাইন পুরো ব্যাপারটি বুঝে ফেলেন এবং সেটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। বসুর সেই ভুল অঙ্কটিই এখন বোস-আইনস্টাইন সংখ্যাতত্ত্ব নামে পরিচিত। সত্যিই কিন্তু তিনি যদি অঙ্কটি ভুল না করতেন তবে হয়তো আজ পদার্থবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কণার নাম 'বোসন' হত না।

১৮৭৪ কলকাতার নিউ মার্কেটের যাত্রা শুরু এদিন। ১৮৭১ সাল থেকে কলকাতার ব্রিটিশরা দাবি তুলেছিলেন, তাঁদের জন্য একটা পৃথক মার্কেট তৈরি করা হোক। সেই দাবি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তাকে বাস্তবায়িত করতে উঠেপড়ে লেগেছিলেন কলকাতা পুরসভার (তখন নাম ছিল 'ক্যালকাটা কর্পোরেশন') তৎকালীন চেয়ারম্যান স্যর স্টুয়ার্ট হগ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হয় নতুন মার্কেটের নকশা তৈরির। শেষ পর্যন্ত ১৮৭৪ সালের ১ জানুয়ারি নতুন মার্কেট শুরু হয়। আর হগের উদ্যোগকে সম্মান জানিয়ে ১৯০৩ সালে এর নামকরণ হয়েছিল 'স্যর স্টুয়ার্ট হগ মার্কেট'।

১৮২৪ কলকাতার বউবাজার স্ট্রিটে একটি ভাড়া করা বাড়িতে এদিন সংস্কৃত কলেজ যাত্রা শুরু করে। শুরুতে শুধু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের সংস্কৃত কলেজের ক্লাসে উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়। এই কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠানটিতে অনেক সংস্কার প্রবর্তন করেন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কায়স্থদের এবং ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সকল সম্মানিত হিন্দুদের জন্য কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে আরও বেশি জোর প্রদান করে ইংরেজি চালু করা হয় এবং গণিত বিষয়টি ইংরেজি মাধ্যমে পড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়।

১৮৯০ কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য মনোনীত হলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন থেকে চার বছর মেয়াদে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এর আগে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তেত্রিশ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন ইউরোপীয়রা।

১৮৮৬ শ্রীরামকৃষ্ণ এদিন কাশীপুর উদ্যানবাটিতে নিজের ভক্তমণ্ডলীর কাছে কল্পতরু রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। উপস্থিত সকলকে তিনি অভয়দান করে বলেছিলেন, ''তোমাদের চৈতন্য হোক।'' অর্থ নয়, নাম নয়, যশ নয়, প্রতিপত্তি নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন চৈতন্য বিতরণ করেছিলেন। ভক্তজনেরা বলেন, তিনি সেদিন কল্পতরু হয়েছিলেন আমাদের অন্তরস্থিত চেতনার উন্মীলনের জন্য।

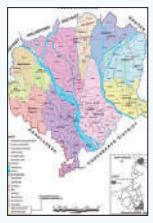

১৮৬৯ জলপাইগুড়ি জেলা তৈরি হল এদিন রংপুর জেলার একটা অংশ নিয়ে। জুড়ল বোদা, পচাগড়, তেঁতুলিয়া, পাটগ্রাম ও দেবীগঞ্জ। তিস্তার পশ্চিমপাড়ের এই পাঁচটি থানা, যা রংপুরের অন্তর্গত, তাদের পূর্বপাড়ে ১৮টি, ডুয়ার্সের ১১টি থানা নিয়ে প্রশাসনিক ভাবে জন্ম নিল এই জেলা।

১৯৫০ ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫-এর ২৯০ক ধারা মোতাবেক কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি জেলায় পরিণত হয়।

১৮৭৬ কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানার উদ্বোধন হল এদিন। উদ্বোধক প্রিন্স অব ওয়েলস সপ্তম এডওয়ার্ড। সে বছরই ৬ মে চিড়িয়াখানার দরজা জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। ১৮৮৩-৮৪ সালের এক হিসাবে দেখা যাচ্ছে, সারা বছরে ১,৮৮,৫৯৩ জন এসেছিলেন এখানে। কলকাতার অন্যতম দ্রষ্টব্য হিসেবে আলিপুর চিড়িয়াখানার উল্লেখ আছে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের প্রচার-পোস্টারেও। মূলত ছুটির দিনে বিনোদনের উদ্দেশ্যে মানুষ ভিড় করলেও, বিজ্ঞান চর্চার প্রসারে চিড়িয়াখানার ভূমিকা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় আমাদের দায়িত্বের কথাও মনে করিয়ে দেয় জায়গাটি।

কর্মসূচি

শেওড়াফুলিতে এসআইআরের শুনানির স্থান পরিদর্শন করতে সুভাষ সদনে উপস্থিত জেলার জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুবীর ঘোষ। সঙ্গে ছিলেন পুরপ্রধান পিন্টু মাহাত, পুরসভার কাউন্সিলর স্বপনকুমার ঘোষ ও পৌষালি ভট্টাচার্য-সহ তৃণমূল নেতৃত্ব।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৬০২

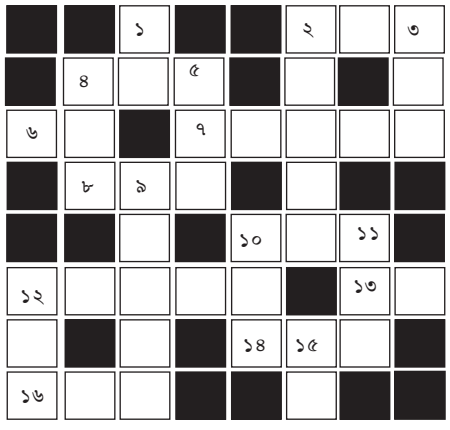

পাশাপাশি : ২. ক্ষতি ৪. চামচ, হাতা ৬. প্রচুর ৭. গোপন বিদ্বেষ, হিংসা ৮. ধার ১০. গৌরব, মাহাত্ম্য ১২. যেখানে মানুষজন নেই বা খুবই কম এমন ১৩. সংঘ ১৪. কাঠের পুতুল ১৬. বাণ, তির।

উপর-নিচ : ১. শীতঋতু ২. সমাদর, আপ্যায়ন ৩. বৈচিত্র্য ৪. সুতো জড়াবার নাটাই ৫. যুদ্ধ ৯. অল্প সময় ১০. মোটাসোটা ১১. অধিকারী, কর্তা ১২. আড়ম্বরপূর্ণ শোভা ১৫. কৃষ্ণসার, মৃগবিশেষ।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৬০১ : পাশাপাশি : ১. কাঁচাবাজার ৪. চামড়া ৫. মুফলিস ৬. অপবাদ ৮. পরাত্মা ৯. রংমশাল। **উপর-নিচ :** ১. কাঁড়াদাস ২. বাস্কেট ৩. রণদুর্মদ ৫. মুরলীধর ৬. অনুপল ৭. উত্তম।

৩১ ডিসেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৩৭০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৪৩৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৭৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২৩৫০৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২৩৫১৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯০.৮৫	৮৮.৭৭
ইউরো	১০৬.৯২	১০৪.৩৫
পাউন্ড	১২২.৩৩	১১৯.১২

নজরকাড়া ইনস্টা

অমিতাভ বচ্চন

সোনাক্ষী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

1 January, 2026 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার

বর্ষবরণের রাতে শহর জুড়ে চলছে পুলিশি নজরদারি

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়-সুরে ইংরেজি নববর্ষের গান

প্রতিবেদন : শহর জুড়ে এখন উৎসবের মরশুম। আর এই উৎসবের মরশুমে উপরি পাওনা মুখ্যমন্ত্রীর লেখা গান। দুর্গাপুজো, বাংলা নববর্ষ, বড়দিনের পরে এবার ইংরেজি নববর্ষের আগেও গান লিখে চমক দিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। 'হ্যাপি নিউ ইয়ার, হ্যাপি নিউ ইয়ার, টু অল অফ ইউ, অলওয়েজ স্মাইল, ইটস আ জয়ফুল ডে'— মুখ্যমন্ত্রীর লেখা ও সুর-করা এই গানটি গেয়েছেন ইন্দ্রনীল সেন। গানটির ভিডিওতে কলকাতার একাধিক জায়গা দেখানো হয়েছে, যার মধ্যে অবশ্যই রয়েছে পার্ক স্ট্রিট। এছাড়া ছোট শিশুদের সঙ্গে কাটানো সময়ের টুকরো ছবিও শেয়ার করে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু গান নয়, কবিতা, গল্প-সহ ছবিও আঁকতে পছন্দ করেন তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে দুর্গাপুজো, কালীপুজোতেও তাঁর লেখা এবং সুর-করা গান মুক্তি পেয়েছে।

গাইলেন ইন্দ্রনীল

মতুয়াদের ভোটের অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারবে না কমিশন : অভিষেক

প্রতিবেদন : রাজ্যের বৈধ বাসিন্দা মতুয়াদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার নোংরা চক্রান্ত শুরু করেছে বিজেপি এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এই ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে ক্ষোভে ফেটে পড়ল তৃণমূল। বুধবার দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠকে সাফ জানানো হল, কোনওভাবেই মতুয়াদের নাম বাদ দেওয়া যাবে না।

তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং লোকসভায় দলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কোনওভাবেই বাংলার বৈধ ভোটার মতুয়াদের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নিতে পারবে না কমিশন। বৈঠক শেষে এই ইস্যুতে নিজের ক্ষোভ গোপন করেননি তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ও মতুয়া সমাজের প্রতিনিধি মমতাবালা ঠাকুর। দলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরেই নির্বাচন কমিশনকে তোপ দেগে তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর বলেন, বৈধ মতুয়াদের অধিকার খর্ব করতে দেওয়া হবে না, মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সেকথা। এরা আসলে মতুয়াদেরকেই নিশানা করছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজে বলছেন, বাংলার অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে খুঁজে বার করে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হবে। এই কারণ দেখিয়ে এরা মতুয়াদের নিশানা করছে। এইভাবে ভোটে জিততে পারবে না বিজেপি।

নির্বাচনী সদনে বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূলের প্রতিনিধিরা।

বিদায়ী মুখ্যসচিবের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছেন নতুন মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী। বুধবার নবান্নে।

এসআইআরে মৃত্যুতে জ্ঞানেশও অভিযুক্ত, এফআইআরের তদন্ত নির্বাচন কমিশনের

প্রতিবেদন : নির্বাচন কমিশনের অপরিকল্পিত এসআইআর ঘোষণায় রাজ্যে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৫৭ জন। তাঁদের মধ্যে কেউ ভোটার, কেউ বিএলও। মৃত্যুতে পরিবারের তরফ থেকে অভিযোগ দায়ের হয়েছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের বিরুদ্ধে। মৃতদের পরিবারকে কোনও উত্তর দিতে না পেরে এবার অভিযোগের তদন্তে নামছে নির্বাচন কমিশন, বিবৃতি জারি করে জানাল সিইও দফতর।

সম্প্রতি পুরুলিয়ায় এসআইআর-এর শুনানিতে ডাক পাওয়া এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করেন। তাঁর পরিবার সিইসি জ্ঞানেশ কুমার ও সিইও মনোজ আগরওয়ালের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। এর আগেও এক বিএলও-র মৃত্যু নিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয় এই দুই আধিকারিকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ নিয়ে নীরব ছিল নির্বাচন কমিশন। এবার এই সব অভিযোগের তদন্তে নামছে রাজ্যের সিইও দফতর। সিইও দফতরের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে দাবি করা হয়েছে, এই ধরনের অভিযোগ পূর্ব পরিকল্পিত, ভিত্তিহীন ও ২০২৬ সালে এসআইআর পরিচালনায় নিজেদের দায়িত্ব পালন করা অধিকারিকদের প্রতি চোখ রাঙানির শামিল। এই সব অভিযোগের পিছনে কোন ষড়যন্ত্র রয়েছে তা খুঁজে বের করতে তদন্ত করবে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যে এত মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তার পরও কোনও দুঃখপ্রকাশের বার্তা সেই বিবৃতিতে নেই। শুধুমাত্র অভিযোগের তীরে এসে পিঠ বাঁচানোর চেষ্টা সিইও-র বিবৃতিতে।

আয়নায় মুখ দেখুন শাহ পাল্টা জবাব তৃণমূলের

প্রতিবেদন : রাজ্যের অনুপ্রবেশ, দুর্নীতি ও নারী নিরাপত্তা— এই তিন ইস্যু নিয়ে অমিত শাহর পাল্টা কড়া জবাব দিল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের স্পষ্ট বক্তব্য, প্রথমত অনুপ্রবেশ রাজ্য পুলিশের দায়িত্ব নয় শাহের দায়িত্ব। বিএসএফের দায়িত্ব। কেন্দ্রের দায়িত্ব। আইন সংশোধন করে বিএসএফের এলাকা ১৫ কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে নিয়ে এসেছেন। এখন যদি বলেন ওর দায়িত্ব নয় তবে এটা আত্মঘাতী গোল খাচ্ছেন। দ্বিতীয়ত, দুর্নীতি নিয়ে উনি কী কথা বলছেন! অসম-মহারাষ্ট্র থেকে শুরু করে গোটা ভারত জুড়ে ওদের একের পর এক দুর্নীতির তালিকা করতে বসলে বিশাল বড় লিস্ট বেরোবে। বিজেপিতে ঠাসা দুর্নীতিগ্রস্তরা। যাদের একসময় বলতেন চোর। যাদের ভিডিও ছাড়তেন। তাদের দলে নিয়ে ওয়াশিং মেশিনে ঢুকিয়ে এখন বড় বড় পদ দিয়েছেন। কেউ মুখ্যমন্ত্রী কেউ বিরোধী দলনেতা। শুধু এই রাজ্য কেন একাধিক রাজ্যে এ-জিনিস করেছে বিজেপি। এরা বলছে দুর্নীতির কথা!

তৃতীয়ত নারী নির্যাতন নিয়ে কোন মুখে কথা বলেন অমিত শাহ! দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ তোপ দেগে বলেন, উন্নাও-হাথরস-বিলকিস বানো! কদিন আগে উন্নাওতে শুধু নির্যাতন নয় নির্যাতিতার বাড়িতে হত্যালীলাও চালিয়েছে। জামিন পেয়েছিল বলে দেশব্যাপী ক্ষোভের গর্জনে সুপ্রিম কোর্ট হস্তক্ষেপ করে আবার জেলে পাঠিয়েছে। পুরীর বিচে বিদেশিনি নির্যাতিতা হচ্ছেন। আমাদের দেশের কুস্তিগিরদের অসম্মান করেছে। ফলে মা-বোনেদের সম্মান বিজেপির হাতে সুরক্ষিত নয়। আমাদের রাজ্যে ঘটনা ঘটলে ৫০-৬০ দিনের মধ্যে সাজা হয়েছে। রাজ্য পুলিশ করেছে। ফলে আয়নায় মুখ দেখুন অমিত শাহ। আপনাদের নেতারা ও বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলি যে-সব অভিযোগে অভিযুক্ত আপনি এখানে সেসব অভিযোগ করতে আসছেন। আগে আয়নায় মুখ দেখুন শাহ।

কল্পতরু উৎসব

প্রতিবেদন : আজ, দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুর উদ্যানবাটিতে কল্পতরু উৎসব। এদিন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের ভক্তরা বিশেষ কিছু আচার নিয়ম মেনে দিনটি পালন করে থাকেন। দক্ষিণেশ্বরের পাশাপশি কালীবাড়ি এবং বেলুড় মঠে শত শত ভক্ত ভিড় জমান। ভক্ত সমাগমের জেরে যান নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে বিটি রোডে। আজ ভোর ৪টে থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বিটি রোড ও কাশীপুর রোডে উত্তরদিকে পণ্যবাহী যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে। জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত যানবাহন চলাচলে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

দর্শকসংখ্যায় এই ডিসেম্বরে রেকর্ড সায়েন্স সিটির

প্রতিবেদন : শীতের দাপটকে হারিয়ে নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙল সায়েন্স সিটি। ১৯৯৭ সালে তৈরি হয়েছিল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এই প্রথম ডিসেম্বর মাসে পর্যটক রেকর্ড তৈরি করল। বর্ষশেষে ১০,৯০০ পর্যটক এসেছেন। কিন্তু একটি মাসে পর্যটকের হিসেবের ভিত্তিতে এই ডিসেম্বর রেকর্ড তৈরি করল। সাইন্স সিটির নোডাল মিডিয়া অফিসার পার্থসারথি সাহা জানান, সায়েন্স সিটি তৈরি হওয়ার সময় থেকে এই প্রথম কোনও মাসে এত বেশি পর্যটক এল, তাও এই ঠান্ডায়।

তবে পিছিয়ে নেই শহরের বাকি পর্যটন কেন্দ্রগুলো। ৩১ ডিসেম্বর চিড়িয়াখানায় পর্যটকের সংখ্যা ছিল ২৭,৮৪০ জন। এই সংখ্যা খুব একটা কম না হলেও শেষ রবিবারের থেকে কম। সেদিন পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৭১ হাজার। বছরের শেষ দিনে চেটেপুটে সমস্ত আনন্দ উপভোগ করল আমজনতা। মিউজিয়াম, পার্ক স্ট্রিট, ইকো পার্ক, নিক্কো পার্কে ছিল থিকথিকে ভিড়। শহর, শহরতলি, গ্রামাঞ্চলের ক্লাব থেকে ডিস্ক, ক্যাফে— চারিদিকে উন্মাদনা। শহরের বিভিন্ন গির্জায় বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন ছিল। সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল-সহ একাধিক গির্জায় সকাল থেকেই ভিড় জমেছিল। তবে শুধু পর্যটন কেন্দ্র নয় কেকের দোকান এবং চাইনিজ খাবারের স্টলগুলিতেও ছিল বাড়তি ভিড়। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত সকলে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

1 January, 2026 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লজ্জা হয় না!

১০টি প্রশ্ন ছিল। দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে প্রশ্ন রেখেছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। একটিরও জবাব দিতে পারেননি। দিতে পারার কথাও নয়। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জবাব দেবেন কী করে? শাসক প্রভু না বললে জবাব দেবেন কোথা থেকে? এরা তো আসলে বিজেপির পাপেট। জ্ঞানেশ কুমার ভেবেছিলেন, গলা চড়িয়ে, আঙুল তুলে কথা বললে প্রতিনিধি দলকে দমিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু ভুলে গিয়েছিলেন দলটার নাম তৃণমূল কংগ্রেস, যারা বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-সংকল্প আর জেদের উত্তরসূরি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জবাব দিয়েছেন। এমন জবাব এর আগে কোনও রাজনীতিকের কাছ থেকে আগে শোনেননি মিস্টার জ্ঞানেশ কুমার। অভিষেক বলেন, আঙুল নামিয়ে কথা বলুন। আপনাদের বিজেপি বসিয়েছে। আপনারা মনোনীত। বিজেপিকে জবাবদিহি করেন। নির্বাচন কমিশনের মতো একটি সাংবিধানিক সংস্থাকে বিজেপির শাখা সংগঠন বানিয়ে ফেলেছেন। আর প্রতিনিধি দলের যতজন আছেন, তারা প্রত্যেকে জনগণের ভোটে নির্বাচিত। ফলে মানুষের কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হয়। তাই আঙুল নামিয়ে কথা বলুন। মানুষের সমস্যার কথা শুনুন। জবাব দিন। জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে তল্পিবাহক বানিয়ে ভোট চুরির পর্দাফাঁস করার পরে জ্ঞানেশ কুমার প্রকাশ্যে এসে জবাব দিন, নইলে চেয়ার ছাড়ুন। আপনাদের লজ্জা হয় না!!

নববর্ষের শপথ

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গত পরশুই কলকাতায় বসে অমিত শাহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে রবীন্দ্রনাথ সান্যাল বলে অভিহিত করেছেন। ওরা যত বেশি করে রবীন্দ্রনাথকে অপমান করবে, ওরা যত বেশি করে রবীন্দ্রনাথকে ভুলিয়ে দিতে চাইবে, তত বেশি করে আমরা রবীন্দ্রনাথকে ফিরে ফিরে বারবার পড়ব। ওদের বোধহীনতার বিরুদ্ধে সেটাই আমাদের বৌদ্ধিক প্রতিবাদ

যে অক্ষর পুরুষকে আশ্রয় করিয়া

'অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সম্বৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি',

দিন এবং রাত্রি, পক্ষ এবং মাস, ঋতু এবং সম্বৎসর বিধৃত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, তিনি অদ্য নববর্ষের প্রথম প্রাতঃসূর্যকিরণে আমাদিগকে স্পর্শ করিলেন। এই স্পর্শের দ্বারা তিনি তাঁহার জ্যোতির্লোকে তাঁহার আনন্দলোকে আমাদিগকে নববর্ষের আহ্বান প্রেরণ করিলেন। তিনি এখনই কহিলেন, পুত্র, আমার এই নীলাম্বরবেষ্টিত তৃণধান্যশ্যামল ধরণীতলে তোমাকে জীবন ধারণ করিতে বর দিলাম— তুমি আনন্দিত হও, তুমি বরলাভ করো। ... নববর্ষের প্রথম নির্মল আলোকের দ্বারা আমাদের অভিষেক হইল। আমাদের নবজীবনের অভিষেক। মানবজীবনের যে মহোচ্চ সিংহাসনে বিশ্ববিধাতা আমাদিগকে বসিতে স্থান দিয়াছেন তাহা আজ আমরা নবগৌরবে অনুভব করিব। আমরা বলিব, হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, এই যে অরুণরাগরক্ত নীলাকাশের তলে আমরা জাগ্রত হইলাম আমরা ধন্য! এই যে চিরপুরাতন অন্নপূর্ণা বসুন্ধরাকে আমরা দেখিতেছি আমরা ধন্য। এই যে গীতগন্ধবর্ণস্পন্দনে আন্দোলিত বিশ্বসরোবরের মাঝখানে আমাদের চিত্তশতদল জ্যোতিঃপরিপ্লাবিত অনন্তের দিকে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে আমরা ধন্য। অদ্যকার প্রভাতে এই যে জ্যোতির্ধারা আমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে ইহার মধ্যে তোমার অমৃত আছে, তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহার আমরা গ্রহণ করিব; এই যে বৃষ্টিধৌত বিশাল পৃথিবীর বিস্তীর্ণ শ্যামলতা ইহার মধ্যে তোমার অমৃত ব্যাপ্ত হইয়া আছে তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব। এই যে নিশ্চল মহাকাশ আমাদের মস্তকের উপর তাহার স্থির হস্ত স্থাপন করিয়াছে তাহা তোমারই অমৃতভারে নিস্তব্ধ তাহা ব্যর্থ হইবে না, তাহা আমরা গ্রহণ করিব।

এই মহিমান্বিত জগতের অদ্যকার নববর্ষদিন আমাদের জীবনের মধ্যে যে গৌরব বহন করিয়া আনিল, এই পৃথিবীতে বাস করিবার গৌরব, আলোকে বিচরণ করিবার গৌরব, এই আকাশতলে আসীন হইবার গৌরব তাহা যদি পরিপূর্ণভাবে চিত্তের মধ্যে গ্রহণ করি তবে আর বিষাদ নাই, নৈরাশ্য নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই। তবে সেই ঋষিবাক্য বুঝিতে পারি—

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

কেই বা শরীরচেষ্টা করিত কেই বা প্রাণধারণ করিত যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকিতেন। আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তিনি আনন্দিত তাই আমার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত, আমার রক্ত প্রবাহিত, আমার চেতনা তরঙ্গিত। তিনি আনন্দিত তাই সূর্যলোকের বিরাট যজ্ঞহোমে অগ্নি-উৎস উৎসারিত; তিনি আনন্দিত তাই পৃথিবীর সর্বাঙ্গ পরিবেষ্টন করিয়া তৃণদল সমীরণে কম্পিত হইতেছে; তিনি আনন্দিত তাই গ্রহে নক্ষত্রে আলোকের অনন্ত উৎসব। আমার মধ্যে তিনি আনন্দিত তাই আমি আছি— তাই আমি গ্রহতারকার সহিত লোকলোকান্তরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত— তাঁহার আনন্দে আমি অমর, সমস্ত বিশ্বের সহিত আমার সমান মর্যাদা।

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

মৌলবাদের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস লড়ছে লড়বে

এক ভয়ানক সংবর্তের ঘনঘটার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ-সহ সমগ্র ভারতবর্ষকে টেনে নিয়ে যেতে মরিয়া বিজেপি। অতিজীবিতের মুহুর্মুহু আর্তনাদে সন্ত্রস্ত চেনা ভারতের সহিষ্ণুতার পরিমণ্ডল। মৌলবাদী দানবীয় শক্তি দিকে দিকে ফেলছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস। শান্তির ললিত বাণীকে ব্যর্থ পরিহাসে পরিণত করতে তারা আজ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। নির্বাচন কমিশনকে ঘুঁটি করে সেই শক্তি থাবা বসাতে চাইছে বাংলার বুকে। বাংলাদেশের ছবি দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে অশান্ত করে তোলার ষড়যন্ত্র আজ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। এই প্রতিবেশে আজ নতুন বছরের প্রথম দিন। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস। এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করার গুরু দায়িত্ব আজ তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিকদের কাঁধে সমর্পিত। সে-কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে আসন্ন যুদ্ধের ময়দানে আসল শত্রু যে মৌলবাদ, সে-কথাটা মনে করিয়ে দিলেন **অধ্যাপক ড. অর্ণব সাহা**

শেখ হাসিনা-উত্তর বাংলাদেশে কেবল হিন্দুধর্ম অবলম্বী মানুষজন নয়, বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী মতের মানুষকেই পিটিয়ে অথবা গুলি করে মারা হয়েছে এবং হচ্ছে বাংলাদেশে। এক সার্বিক নৈরাজ্যের অন্ধকারে ডুবে গেছে আমাদের এই প্রতিবেশী রাষ্ট্রটি।

শেখ হাসিনার সরকার উৎখাত হবার পর থেকেই বাংলাদেশ এই দিশাহীন হিংসার আবর্তে ডুবে গেছে। ধর্মোন্মাদ ইসলামিক মৌলবাদের হাত ধরেছে পেশাদার অপরাধীরা।

কিন্তু ভারতের এই পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে ইসলামিক মৌলবাদী শক্তির উত্থানে ভারতে কোন শক্তির সবচেয়ে বেশি লাভ?

খোলাচোখেই দেখা যাচ্ছে তারা হল বিজেপি-সহ গোটা সঙ্ঘ পরিবার, যারা আমাদের দেশেও সংখ্যাগরিষ্ঠের মৌলবাদী রাষ্ট্র কায়েম করতে চায়। বিগত এগারো বছরে উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতে 'মব লিঞ্চিং'-এ মৃত্যুর সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। হরিয়ানার 'গোরক্ষক বাহিনী'র মনু মানেসর-সহ একাধিক হিন্দুত্ববাদী নেতার নাম উঠে আসছে, যারা মুসলিম গরিব মানুষকে পিটিয়ে মারছে। কখনও গোমাংস ভক্ষণ, কখনও গোমাংস পাচারের মিথ্যা অভিযোগে মারা হয়েছে মহম্মদ আখলাক, নাসের, জুনেইদ, পেহলু খান থেকে শুরু করে সাবির মালিককে। রাজস্থানের স্থানীয় বিজেপি কর্মী শম্ভুলাল রেগা অন ক্যামেরা পিটিয়ে মেরে পুড়িয়ে দিয়েছে বাঙালি মুসলিম পরিযায়ী শ্রমিক আফরাজুলকে। নিছক মুসলিম হবার অপরাধে ঝাড়খণ্ডে পিটিয়ে মারা হয়েছে তাবরেজ আনসারিকে। পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকার এক অসম ঐতিহাসিক লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে অর্থশক্তি, পেশিশক্তি, এজেন্সি, কর্পোরেট-ফান্ডিং-এ পুষ্ট ভারতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের মৌলবাদী উত্থানের বিরুদ্ধে। ওরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও এখনও অব্দি বাংলার মাটিতে একহাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে ধূলিসাৎ করতে পারেনি। কিন্তু বাংলাদেশের সাম্প্রতিক মৌলবাদী তাণ্ডব এই বিভেদকামী হিন্দুত্ববাদী শক্তিকে কোরামিন জোগাচ্ছে।

বাংলাদেশের মাটিতে উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল 'মব' যে ভয়াবহ আচরণ করছে প্রতিনিয়ত, একই জিনিস ছোট আকারে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। 'লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ' অনুষ্ঠানে একইসঙ্গে শারীরিক হেনস্থা করা হল দুই প্যাটিসবিক্রেতাকে। একজন মুসলমান, নাম শেখ রিয়াজুল। অপরজন হিন্দু, নাম শ্যামল মণ্ডল। কী তাদের অপরাধ? তারা নাকি গীতাপাঠের অনুষ্ঠানে চিকেন প্যাটিস বিক্রি করছিল। ময়দান সম্পর্কে যাদের ন্যূনতম ধারণা আছে, তারা জানেন, ওখানে সারাবছর হরেকরকম জিনিস নিয়ে ফেরি করেন দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ। স্বভাবতই, ব্রিগেডে বড় জমায়েত হলে পেশার তাগিদেই তাঁরা সেখানে যান রোজগারের আশায়। শেখ রিয়াজুল কেবল মুসলিম বলেই তাকে সেদিন বেধড়ক পেটানো হল, তার প্যাটিস বাক্স ভেঙে পুরো মালপত্র নষ্ট করা হল। যে-কেউ জানেন, প্যাটিসওয়ালাদের বাক্সে ভেজ, নন-ভেজ দু'রকম প্যাটিসই থাকে। অথচ ন্যারেটিভ তৈরি করা হল, শেখ রিয়াজুল নাকি ইচ্ছেকৃতভাবে ভেজ প্যাটিসকে নন-ভেজ প্যাটিস বলে চালানোর চেষ্টা করেছিল। একজন গরিব মানুষকে যে তার পেশাগত জায়গায় পেটে লাথি মারা হচ্ছে, এটুকু বোঝার ক্ষমতাও এই মৌলবাদী হুলিগানদের নেই। আর শ্যামল মণ্ডলকে হেনস্থা করা হল কেন? সে তো হিন্দু। তার তো কোনও গোপন অ্যাজেন্ডা ছিল না। সে পেটের দায়ে ওইদিন ব্রিগেডে গিয়েছিল। তারও প্যাটিস নষ্ট করে দেয় হিন্দুত্বের স্বঘোষিত ঠিকাদার ওই গুন্ডারা। অর্থাৎ এই 'মব ভায়োলেন্স'কে তারা জাস্টিফাই করছে ধর্মের নামে। অথচ ধর্মের সঙ্গে গরিব মানুষের পেটে লাথি মারার কোনও সম্পর্ক থাকারই কথা নয়।

আরও উল্লেখ্য, গুজরাতে বিলকিস বানোর ধর্ষকদের যেরকম মালা পরিয়ে বরণ করা হয়েছিল, কাঠুয়ায় আটবছরের মুসলিম মেয়ে আসিফাকে যেমন ধর্ষণ করার পর অপরাধী লোকটির নামে জয়ধ্বনি দিয়ে মিছিল করা হয়েছিল, উন্নাও-এর দলিত মেয়েটির ধর্ষক বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সেঙ্গার বেল পাবার পর যেমন তাকে মালা পরিয়ে বরণ করা হয়েছিল, অবিকল একই কায়দায় শেখ রিয়াজুলকে হেনস্থা করা দুষ্কৃতীরা বেল পাবার পর তাদেরও মালা পরিয়ে বরণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মাঝে মাঝে ভাবলে আতঙ্ক হয়, এটাই কি আমাদের গর্বের পশ্চিমবঙ্গ? ২০১৪ সালে একক শক্তিতে কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিজেপি যে 'মবোক্রেসি'কে প্রশ্রয় দিচ্ছে তার আগুন কি এইবার বাংলার মাটিকেও স্পর্শ করল?

আসলে ইসলামিক মৌলবাদ আর হিন্দুত্ব মৌলবাদ দুটোই একে অপরের পরিপূরক। তারা উভয়েই এক নিশ্ছিদ্র ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করে সমস্ত বিরোধী মতকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। এই দুই অপশক্তির বিরুদ্ধেই শেষ অব্দি লড়ে যেতে হবে আমাদের।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বুধবার মধ্য হাওড়া ও শিবপুর শুনানি কেন্দ্র পরিদর্শনে প্রশাসনিক কর্তারা

নির্বাচন কমিশনকে কড়া হুঁশিয়ারি দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের

বৈধ ভোটারদের হেনস্থা বন্ধ না হলে দায়ের জনস্বার্থ মামলা

প্রতিবেদন : এসআইআর নিয়ে এত তাড়াহুড়ো কীসের? কোন রাজনৈতিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করছেন আপনারা? কোনও নিয়মনীতির বালাই নেই। যখন-তখন যা ইচ্ছে সার্কুলার জারি হচ্ছে। ৯০, ১০০ বছরের মানুষকে শুনানিকেন্দ্রে তলব করা হচ্ছে। ছাড় মিলছে না অসুস্থদেরও। মানবিকতার বালাই নেই। এসব অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। শুনানির জন্য তাড়াহুড়ো না করে আরও সময় বাড়াতে হবে। একই সঙ্গে আরও মানবিক হতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। এসআইআরের শুনানি নিয়ে ভোটারদের লাগাতার হেনস্থার প্রতিবাদে বুধবার কমিশনের সিইও দফতরে গিয়ে তাঁর কাছে এই আবেদন জানাল দেশবাঁচাও গণমঞ্চ।

সিইও-র সঙ্গে বৈঠক সেরে বেরিয়ে গণমঞ্চের তরফে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু বলেন, একজনের পা কাটা গিয়েছে, তাঁকেও ডাকা হচ্ছে। নব্বই-উর্ধ্বদের ডাকা হচ্ছে কেন? কেন এত তাড়াহুড়ো এসআইআর করতে? কিন্তু আমরা দেখলাম কোনও প্রশ্নেই সিইও আমলাতান্ত্রিক যে চেয়ার তার বাইরে যেতে পারলেন না। যখনই উনি যুক্তিতে পারছেন না, তখনই দিল্লি দেখিয়ে দিচ্ছেন। আমরা বলতে চাই, বাংলায় এসআইআর আগেও হয়েছে। কিন্তু এভাবে জোর করে কাউকে দিয়ে কিছু করানো হচ্ছে, এমনটা দেখিনি। আমরা এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি। পূর্ণেন্দু বসু আরও বলেন, আমরা আবেদন করেছি। সময়টা একটু বাড়িয়ে দিন, যাতে মানুষ ঠিকভাবে ভোট দিতে পারে। স্বচ্ছতার সঙ্গে ভোট করানোটা আপনাদের দায়িত্ব, আপনারা সেটাই করুন। কে নাগরিক, কে নয়, সেটা দেখা আপনাদের কাজ নয়। দিল্লির বিজেপি সরকার যেভাবে চলছে, কমিশনও সেভাবে চলছে। গণমঞ্চের তরফে রন্তিদেব সেনগুপ্ত বলেন, আমরা সিইওকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছি, যদি ভোটারদের এভাবে হেনস্থা বন্ধ না হয়, তাহলে আমরা কমিশনের বিরুদ্ধে আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করতে বাধ্য হব। এছাড়াও সাংবাদিক বৈঠকে বক্তব্য রাখেন সুমন ভট্টাচার্য, অনন্যা চক্রবর্তী, সৈকত মিত্র, নাজমুল হক, বর্ণালি মুখোপাধ্যায়েরা।

■ সিইও দফতরে স্মারকলিপি দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি পূর্ণেন্দু বসু, সুমন ভট্টাচার্য, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, অনন্যা চক্রবর্তী, সৈকত মিত্র, নাজমুল হক, বর্ণালি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

ইংরেজির ভয় কাটাতে পড়ুয়াদের বিশেষ ক্লাস

প্রতিবেদন : বাংলা মাধ্যমের পড়ুয়াদের মধ্যে ইংরেজি নিয়ে একটা ভীতি দেখা যায়। এমনকী তাদের ইংরেজির দক্ষতাও বেশ কিছু কিছু ক্ষেত্রে কম থাকে। যদিও বাম আমলে ইংরেজির যে পাট চুকে গিয়েছিল ২০১১ সাল থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে সেই চিত্র পাল্টে গেছে। এবার বাংলা মাধ্যমের পড়ুয়াদের ইংরেজিতে আরও সাবলীল করতে এক কর্মশালার আয়োজন করেছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ৫ থেকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত বিদ্যাসাগর ভবনে ২০০০ পড়ুয়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রতিদিন দু'ভাগে ২০০ জন করে পড়ুয়াকে ইংরেজির বিশেষ ক্লাস করানো হবে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সূত্রে খবর, একাদশ শ্রেণিতে যাঁদের দ্বিতীয় ভাষা বাংলা তাঁরা এই ক্লাস করার সুযোগ পাবে। ইংরেজিতে ভয় কাটাতে এই বিশেষ পদক্ষেপ করছে শিক্ষা সংসদ। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সচিব প্রিয়দর্শিনী মল্লিক জানান, প্রথম পর্যায়ে কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হাওড়ার কিছু অংশের স্কুল পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ধাপে ধাপে সমস্ত জেলায় এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

বাড়ছে না সময়সীমা, বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করল শিক্ষা দফতর

প্রতিবেদন : কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া মামলার প্রেক্ষিতে নিজেদের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করল শিক্ষা দফতর। ২০১৬ সালে বাতিল হওয়া এসএসসি প্যানেলে যারা ছিলেন তারা সকলে পুরনো চাকরিতে ফিরতে পারবে বলে জানিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই প্রক্রিয়া ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করার কথাও বলা হয়েছিল। কিন্তু ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে তা সম্পন্ন করা সম্ভব নয় বলে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির কথা জানিয়েছিল শিক্ষা দফতর। এবার এই সিদ্ধান্তই প্রত্যাহার করা হল। অর্থাৎ পুরনো চাকরিতে ফেরার জন্য সময়ের মেয়াদ বাড়ছে না। স্কুলশিক্ষা কমিশনার প্রাথমিক ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিবকে চিঠি দিয়ে ইতিমধ্যেই এই কথা জানিয়েছে। শিক্ষা দফতর সূত্রের খবর, পুরনো কাজে ফিরতে চাওয়া প্রার্থীদের একাংশ আবার এই মেয়াদ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁরা বৈষম্যের অভিযোগ তুলেছেন। প্রসঙ্গত, প্রায় ৪৩০০ বেশি 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষিকাকে ধাপে ধাপে পুরনো কাজের ফেরানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে দফতর।

বছরভর প্রকৃতির মেজাজ

প্রতিবেদন: কথায় বলে প্রকৃতির মেজাজ বোঝা ভারী দায়। চলতি বছর তেমনই আবহাওয়ার বিভিন্ন মুডের সাক্ষী থাকল রাজ্যবাসী। তাই নতুন বছরের শুরুতেই একবার ফিরে দেখা পুরনো বছরের আবহাওয়ার বিভিন্ন পর্যায়কে।

ঘূর্ণিঝড় : ২০২৫ সালে মোট তিনটি সাইক্লোন হয়েছে। মন্থা (অক্টোবর), সেনিয়র ও দিতওয়াহ (নভেম্বর ও ডিসেম্বর)। যদিও তার কোনটারই সরাসরি প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে পড়েনি।

বৃষ্টিপাতের পরিমাণ : বর্ষায় মোট বৃষ্টিপাত হয়েছে ১৩৫৩.৪ মিমি। স্বাভাবিকের থেকে ১ শতাংশ বেশি। বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাত হয়েছে ১৮৯৩.৯ মিমি। যা স্বাভাবিকের থেকে সাত শতাংশ বেশি।

নিম্নচাপ হয়েছে এ বছর মোট ১৪টি। অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয়েছে চার ও পাঁচ অক্টোবর উত্তরবঙ্গে। সেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ১১২.৭ মিলিমিটার। কলকাতায় ২৩ সেপ্টেম্বর ছিল এক বিভীষিকাময় দিন। সেদিন সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়েছিল ২৫১.৪ মিলিমিটার।

তাপমাত্রা : এবছর ২৫ এপ্রিল কলাইকুন্ডায় ছিল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ৪৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দক্ষিণ বঙ্গের পুরুলিয়া ১১ জানুয়ারি ছিল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অপরদিকে উত্তরের দার্জিলিংয়ে ছিল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৯ জানুয়ারি ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শহর কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১১ মে ৩৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ছিল ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ৩১ ডিসেম্বর। সারা বছরে একটি শৈত্যপ্রবাহ এসেছে। চারবার লু বওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল।

বুধবারের তাপমাত্রা

দার্জিলিং:	৪ ডিগ্রি
কালিম্পং:	৯ ডিগ্রি
মুর্শিদাবাদ:	১০ ডিগ্রি
পুরুলিয়া:	১১ ডিগ্রি
শ্রীনিকেতন:	৯ ডিগ্রি
আসানসোল:	৮ ডিগ্রি
দমদম:	১২ ডিগ্রি
আলিপুর:	১৩ ডিগ্রি
বাঁকুড়া:	১০ ডিগ্রি

কাগজ নেই, শুনানির ডাক পেয়ে আত্মহনন যুবকের

সংবাদদাতা, হুগলি : এসআইআর শুনানিতে ডাক, কাগজ না থাকায় নাম বাদ যাওয়ার ভয়ে সপ্তগ্রামে আত্মঘাতী যুবক। সপ্তগ্রাম বিধানসভার সপ্তগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের তিসবিঘায় ৭৮ নম্বর বুথের ভোটার ছিলেন স্বপন বাগদি (৩৬)। গতকাল রাতে বাড়িতেই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন দিনমজুর স্বপন। স্ত্রী প্রতিমা বাগদি জানান, এসআইআর শুনানির জন্য বিএলও তাঁকে ফোন করে যেতে বলেছিলেন। স্বামীর কোনও কাগজ নেই, শুধু ভোটার কার্ড আছে। তাই কাগজ নিয়ে আতঙ্কে ছিল। আমার সঙ্গে ঝগড়া করে ঘরে আত্মহত্যা করে। যুবকের মৃত্যুর খবর পেয়ে তিসবিঘায় যান স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। প্রাক্তন বিধায়ক বর্তমান জেলা পরিষদের সদস্য মানস মজুমদার বলেন, স্বপনদের পরিবার দীর্ঘদিন ধরেই রেললাইনের পাড়ে বসবাস করে। তাদের কোনও কাগজপত্র নেই। এসআইআর শুনানিতে তাঁকে যেতে বলেন বিএলও। বাড়িতে এসে নোটিশ

পর্যন্ত দিয়ে যাননি। অন্য এক স্বপন বাগদিকে নোটিশ দিয়েছিলেন। গতকাল তাঁর শুনানি ছিল। চুঁচুড়ার মগরা বিডিও অফিসে তাঁর কাগজ মিলছে না দেখে তিসবিঘার স্বপনকে ফোন করেন বিএলও। এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে সরকারি জায়গায় বসবাস করলেও সেই অর্থে কোনও কাগজ নেই স্বপনের পরিবারের। সেই আতঙ্কেই আত্মঘাতী হয়েছেন। দায় সম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনের। আমরা বারবার অভিযোগ করছি, এত তাড়াহুড়ো করে এসআইআর করতে গিয়ে মানুষকে বিপদে ফেলছে নির্বাচন কমিশন। এই মৃত্যু তার আরও একটা উদাহরণ।

লিলুয়ার সিলভার জুবিলি হাসপাতালে চালু ইউএসজি

সংবাদদাতা, হাওড়া : লিলুয়ার সিলভার জুবিলি হাসপাতালে চালু হল ইউএসজি পরিষেবা। বুধবার বালি পুরসভা পরিচালিত এই হাসপাতালে ইউএসজি পরিষেবার সূচনা করলেন বিধায়ক ও পুর প্রশাসক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়। বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়ের এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে এই ইউএসজি মেশিনটি বসানো হয়েছে। এদিন থেকেই এটি চালু হয়ে গেল। প্রথম দিন তিনজন রোগীর ইউএসজি করা হয়েছে। সপ্তাহে তিনদিন একেবারে ন্যূনতম মূল্যে এখানে ইউএসজি করা হবে। বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য জুড়ে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে এখানেও চালু হল ইউএসজি পরিষেবা। এর ফলে হাসপাতালে আসা প্রসূতি মহিলা থেকে শুরু বহু রোগী উপকৃত হবেন। ১১ বছর পরে এখানে ইউএসজি পরিষেবা চালু হল। ওই সময় ন্যূনতম যে টাকায় ইউএসজি করা হত এখনও সেই মূল্যেই এখানে ইউএসজি করা হবে।

রাজ্য
1 January, 2026 • Thursday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হারিয়ে যাওয়া ও চুরি যাওয়া মোবাইল ফেরাল হিঙ্গলগঞ্জ থানা। মালিকানা যাচাই করে ১২ জনের হাতে মোবাইল ফোন তুলে দিল পুলিশ

রেকর্ড ভিড়ের কথা মাথায় রেখে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা

গঙ্গাসাগর নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন জেলাশাসক

প্রতিবেদন : আর কয়েকদিনের অপেক্ষা তারপরেই গঙ্গাসাগর মেলা। চলতি বছর কুম্ভমেলা না থাকায় গঙ্গাসাগরে রেকর্ড ভিড়ের আশা করা হচ্ছে। তাই কোনওরকম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি এড়াতে দফায় দফায় বৈঠক করছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বুধবার জেলাসদর আলিপুরে মেলার নিরাপত্তার কথা জানিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মিনা। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি, সুন্দরবন পুলিশ জেলার এসপি কোটেশ্বর রাও, অতিরিক্ত জেলাশাসক অভনীত পুনিয়া, প্রশান্ত রাজ শুক্লা, সাদ্দাম নাভাস, ভাস্কর পাল, সৌমেন পাল, জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক অনন্যা মজুমদার প্রমুখ। জেলাশাসক জানান, বাবুঘাট থেকে প্রায় ২৫০০ বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে মেলায় আসার জন্য। ভিড় সামলাতে এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে মেলা প্রাঙ্গণ ও সংলগ্ন এলাকায় ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হবে। বাড়ানো হয়েছে ড্রপগেটের ভিড় সামলাতে ট্রাফিক লাইট লাগানো হচ্ছে, যাতে মহাকুম্ভের মতো কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে। তীর্থযাত্রীদের ভিড়ের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিষেবামূলক ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

■ সাংবাদিক বৈঠকে জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মিনা, এসপি কোটেশ্বর রাও ও সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি। বুধবার আলিপুর।

সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি বলেন, গতবছর সফলতার সঙ্গে গঙ্গাসাগর মেলা সম্পন্ন হয়েছে। কুম্ভমেলা না থাকায় এ বছর অতিরিক্ত তীর্থযাত্রী আগমন হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ণ সহযোগিতায় বাড়তি ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়েছে। মকরসংক্রান্তিতে এবারও সুষ্ঠু পরিষেবায় পুন্যার্থীরা স্নান সেরে বাড়ি ফিরবেন।

২১টি জেটি ঘাট, ১৩টি বার্জের ব্যবস্থা করা হয়েছে যা প্রায় ২৫০০ জন শরণার্থী বহন করতে পারবে। চালকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়া রয়েছে ৪৫টি ভেসেল ও ১০০টি লঞ্চ। ১৬টি বাফার জোন, ৭টি স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক, মেগা কন্ট্রোল রুম, ১২০০সিসি ক্যামেরা, ২০টি ড্রোন, ৫৪ কিলোমিটার পর্যন্ত মেটাল ব্যারিকেড করা হয়েছে। এছাড়াও ২৫০০ জন সিভিল ডিফেন্সের আধিকারিক থাকবেন, ১৮টি ফায়ার ব্রিগেড, ফগ লাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অ্যাক্সিডেন্ট ইন্সুরেন্সের জন্য ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

আগামী ৮ থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে গঙ্গাসাগর মেলা। ১৫০টি এনজিও সংস্থা থাকবে। ১০,০০০ ভলেন্টিয়ারকে মোতায়েন করা হবে। ৭টি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্থানীয় ৫টি হাসপাতালকে মজুত রাখা হয়েছে কোনওরকম জরুরি পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য। এছাড়াও ১৫,০০০ পুলিশ, স্নিফার ডগ, ১৮০০ ওয়াটার ট্যাংক, ১ কোটি জলের পাউচ, ১০০টি স্ট্রিট লাইটের ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন।

বর্ষবরণে কড়া নিরাপত্তা সীমান্ত শহর বসিরহাটে

■ বছরের শেষদিন টাকিতে পর্যটকদের ঢল।

সংবাদদাতা, বসিরহাট : বর্ষবরণের আগে কঠোর নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হল স্বরূপনগর থেকে বসিরহাট, টাকি, হিঙ্গলগঞ্জ। সীমান্তে কড়া নজরদারি বিএসএফ ও পুলিশের। প্রশাসন সূত্রে খবর, সীমান্তে গোয়েন্দাকুকুর, স্পিডবোট, ড্রোন ও সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে নজরদারি চালানো হচ্ছে।

উত্তর ২৪ পরগনার বিভিন্ন সীমান্তে জলপথে পেট্রোলিং চলছে। এ-ছাড়াও স্থলপথে বিএসএফ ও পুলিশের যৌথ নজরদারি চলছে। বসিরহাট যোজাডাঙা সীমান্তেও রয়েছে কড়া নিরাপত্তা। অন্যদিকে, টাকির মিনি সুন্দরবনে গোয়েন্দাকুকুর নিয়ে-নিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। যেসব গাড়ি আসছে তার ওপরেও সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে পুলিশ প্রশাসনের।

এই নিরাপত্তার মধ্যেই সকাল থেকে সুন্দরবনের টাকি পর্যটন কেন্দ্রে ঢল নেমেছে ভ্রমণপিপাসু মানুষদের। চলছে নৌকায় করে ইছামতীতে ভ্রমণ, সেলফি তোলা। এককথায় বর্ষবরণের আগে সীমান্ত শহর ভরে উঠেছে পর্যটকদের আগমনে।

■ সুন্দরবনের ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প রূপ 'বনবিবির পালা'-র মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পথশ্রী-রাস্তাশ্রী ৪ প্রকল্পের প্রচার করা হচ্ছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের এক কর্তা জানান, স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ও তাঁদের কাছে বাংলার সরকারের প্রকল্পের সুবিধাগুলো তুলে ধরাই লক্ষ্য। গোসাবা। বুধবার।

■ বসিরহাট ২ বিডিও অফিসে চলছে এসআইআরের শুনানি। দলীয় নির্দেশে তাদের সাহায্যে কর্মীদের নিয়ে উপস্থিত বসিরহাট উত্তরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি সভাপতি এটিএম আব্দুল্লা।

সুন্দরবনে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সেতুর জরুরি সংস্কার-মেরামতির ছাড়পত্র প্রশাসনের

প্রতিবেদন : সুন্দরবনের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সেতুর জরুরি সংস্কার ও মেরামতির পরিকল্পনায় ছাড়পত্র দিল রাজ্য। সেতুগুলির বর্তমান অবস্থা নিয়ে নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ তৈরি হওয়ার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর-২ ব্লকের অধীনে রায়দিঘি থানা এলাকার বারাদানগর ও দক্ষিণ কঙ্কণদিঘি মৌজার সংযোগকারী স্টিল কাঠামোর কার্ট ব্রিজটির জরুরি মেরামতির কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে 'দড়ি টানা খেয়া' নামে পরিচিত এই সেতুটি নাগেন্দ্রপুর ও কঙ্কনদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। দীর্ঘদিন ধরে সেতুটি বেহাল হয়ে পড়ায় সাধারণ মানুষ ও পণ্য পরিবহণে ঝুঁকি বাড়ছিল। এই প্রকল্পের জন্য প্রায় ৪১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং কাজ শুরু হওয়ার পর ৯০ দিনের মধ্যে তা শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। 'প্ল্যান হেড'-এর আওতায় কাজটি নেওয়ায় এটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হবে।

রায়দিঘি উপবিভাগের মধ্যেই মনী নদীর উপর রায়দিঘি সেতুরও জরুরি সংস্কারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই সেতুটি রায়দিঘি ও কঙ্কণদিঘি

খরচ প্রায় ৪৬ লক্ষ ৪ হাজার টাকা

পঞ্চায়েত এলাকার সংযোগ রক্ষা করে। এখানে ক্ষতিগ্রস্ত আরসিসি রেল পোস্ট, রেলিং ও হুইল গার্ড মেরামত করা হবে। পাশাপাশি দু'টি নষ্ট এক্সপ্যানশন জয়েন্ট নতুন তৈরি ও বসানোর কাজও থাকবে। এই প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮১০ টাকা এবং কাজ শেষ করার সময়সীমা ৯০ দিন।

দফতরের এক আধিকারিক জানান, পরিবেশগত প্রতিকূলতার কারণে এই অঞ্চলের সেতুগুলির উপর নিয়মিত চাপ পড়ে। সময়মতো মেরামতি না হলে পুরো এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই আরও ক্ষয়ক্ষতি ঠেকাতেই এই জরুরি পদক্ষেপ।

দু'টি প্রকল্প মিলিয়ে মোট ব্যয় দাঁড়াচ্ছে প্রায় ৪৬ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। কাজগুলি দু'দফার দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে, যেখানে আগে কারিগরি যোগ্যতা যাচাই এবং পরে আর্থিক দর খোলা হবে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের সরকারি প্রকল্পে পূর্ব অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সক্ষমতা থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সূত্রের খবর, এই কাজের সঙ্গে যুক্ত অদক্ষ শ্রমিকদের জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের জব কার্ড থাকতে হবে।

রাজ্যের লক্ষ্য, জরুরি ভিত্তিতে এই সেতুগুলির মেরামতি শেষ করে সুন্দরবনের নদীঘেরা ও গ্রামীণ এলাকার মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা।

পাঁচদিন পর দেহ উদ্ধার

সংবাদদাতা, হাড়োয়া : পাঁচদিন নিখোঁজ থাকার পর পুকুর থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ। তদন্ত শুরু করেছে হাড়োয়া থানার পুলিশ। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার শালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিপুর গ্রামের ঘটনা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর চল্লিশের আজগর আলি মোল্লা ২৭ ডিসেম্বর বিকেল পাঁচটার পর থেকে ধনপোতা বাজার থেকে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায়। আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে খোঁজখবর করেও সন্ধান মেলেনি। পরদিন হাড়োয়া থানার অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশি তদন্তেও ওই যুবকের সন্ধান মেলেনি। অবশেষে বুধবার সকালে ওই যুবকের দেহ বাজার সংলগ্ন পুকুরে ভেসে ওঠে। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

দেশ জুড়ে ধর্মঘট

প্রতিবেদন: বছরের শেষ দিনে দেশ জুড়ে ধর্মঘট পালন করল অনলাইন ডেলিভারি সংস্থাগুলি। যদিও পশ্চিমবঙ্গে এর তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি। সংস্থাগুলির দাবি, গিগ ইকোনমিতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, ন্যায্য মজুরি, স্বাস্থ্যবিমা, দুর্ঘটনা বিমা, বিশ্রামের সময়-সহ ন্যূনতম অধিকারগুলি নিশ্চিত করতে হবে।

নয়া কো-অর্ডিনেটর

সংবাদদাতা, বসিরহাট : বসিরহাট দক্ষিণ, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি, তিন বিধানসভার কো-অর্ডিনেটর নিযুক্ত করা হল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা আরটিএ সদস্য সুরজিৎ মিত্র ওরফে বাদলকে। দীর্ঘদিন ধরে সংগঠনের কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। রাজনৈতিক ভাবে সংবেদনশীল এই তিন বিধানসভায় সংগঠনকে মজবুত করার লক্ষ্যে সিদ্ধান্ত দলের।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইংরেজবাজার থানার পুলিশের সাফল্য। ২৩৪টি খোয়া যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়া হল। বছরের শেষ দিন মোবাইল ফিরে পেয়ে খুশি তাঁরাও

আমার বাংলা

1 January, 2026 • Thursday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

সার-আতঙ্কে মৃত্যু ■ হিয়ারিংয়ে হয়রানি চলছেই ■ মানুষের পাশে তৃণমূল

হাসপাতাল থেকে সরাসরি কেন্দ্রে ট্রাই সাইকেলে এলেন প্রতিবন্ধীও

আলিপুরদুয়ারে অসুস্থ অবস্থাতেই শুনানি কেন্দ্রে জয়া চক্রবর্তী। (ডানদিকে) ফাঁসিদেওয়া রাজ্য সড়ক পেরিয়ে ট্রাই সাইকেলে রাজমানি এক্কা।

ব্যুরো রিপোর্ট: এককথায় অমানবিক কমিশন। এসআইআর করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, পাশাপাশি শুনানির নামে চলছে হয়রানি। অস্ত্রোপচারের পরও রেহাই পাচ্ছেন না রোগী। হাসপতাল থেকে সোজা নিয়ে আসা হচ্ছে কেন্দ্রে? নাগরিত্বের প্রমাণ দিতে এভাবেই হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে মানুষকে? এমনই অমানবিক চিত্র ধরা পড়ল আলিপুরদুয়ারে। বুধবার আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দা জয়া চক্রবর্তী শুনানি কেন্দ্রে গিয়ে হুইলচেয়ারে বসে রীতিমতো কেঁদে ফেললেন। পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ২১৬ নম্বর বুথের ভোটার জয়া দেবী। দিন কয়েক আগেই হয়েছে অস্ত্রোপচার। অপারেশনের পর রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা মাত্র ৬। হার্নিয়া কেটে বাদ দিয়ে চিকিৎসক সেটি যাতে আর ভবিষ্যতে না বাড়ে, তাই নেটিং করে দিয়েছেন। এখনও ছুটি হয়নি নার্সিংহোম থেকে। কিন্তু এসআইআর শুনানিতে হাজিরা দিতে সরাসরি নার্সিংহোম থেকে বাধ্য হয়ে শুনানি কেন্দ্রে এলেন তিনি। জয়াদেবীর নাম ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নেই। সেই কারণে শুনানিতে ডাকা হয়েছে। তাঁর মেয়েরও একই দিনে শুনানি। সেই কারণে নার্সিং হোম থেকে সরাসরি টোটোতে চেপে আলিপুরদুয়ার ইন্ডোর স্টেডিয়ামে শুনানিতে আসেন জয়াদেবী ও তাঁর মেয়ে। কিন্তু শারীরিক অবস্থা এমন যে টোটো থেকে নেমে আর শুনানি কেন্দ্রের ভেতরে হেঁটে ঢুকতে পারেননি তিনি। কোনওরকমে টোটো থেকে ধরে স্টেডিয়ামের বাইরে বসান আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান ও তাঁর সঙ্গীরা। এই ঘটনায় কমিশনের বিরুদ্ধে নিজের ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর। তিনি জানান, এসআইআরের নামে বাঙালিদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। বিজেপির কথায় এই কাজ করছে কমিশন। একইভাবে ফাঁসিদাওয়াতে দেখা গেল অমানবিক ছবি। ঠান্ডায় ২০ কিলোমিটার দূর থেকে বিডিও অফিসে এসে পৌঁছন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি হিয়ারিংয়ের জন্য। রাজমানি এক্কার বয়স প্রায় ৬০। তিনি ঘোষপুকুর অঞ্চলের গঙ্গারাম চা-বাগান এলাকার বাসিন্দা। জানান, ২০২৫ ও ২০০২ ভোটার লিস্টে তাঁর নাম নেই। তার জন্যই হেয়ারিংয়ে এসেছেন। জানান বাড়িতে দাদা বা ভাই, বাবা-মা কেউ নেই। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই হেয়ারিংয়ে আসতে হয়েছে। যদি রাস্তায় কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যেত তার দায় কে নিত? তবে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের অমানবিক ছবি দেখা যাচ্ছে বিডিও অফিস-চত্বরে।

ভোটারকার্ডে ছবি, স্বামীর নাম ভুল, আতঙ্কে মৃত্যু

সংবাদদাতা, বালুরঘাট: ভোটারকার্ডে নিজের ছবি, স্বামীর নাম ভুল। আতঙ্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল জয়ন্তী সরকারের। দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমন্ডির বাসিন্দা। পরিবারের অভিযোগ, ২০২৫ সালের নথিতে তাঁর স্থানে বীরভূম জেলার এক অচেনা মহিলার ছবি যুক্ত রয়েছে। শুধু তাই নয়, যেখানে ২০০২ সালের ভোটার কার্ডে স্বামীর নাম ছিল নটারু সরকার, সেখানে ২০২৫ সালের নথিতে স্বামীর নাম দেখানো হয়েছে নটবর সরকার। এই গুরুতর তথ্য বিভ্রাট ও ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা থেকেই প্রবল মানসিক চাপে ভেঙে পড়েন জয়ন্তী সরকার। পরিবারের দাবি, এসআইআর আতঙ্কেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত জয়ন্তী সরকারের পরিবারে রয়েছেন স্বামী নটবর সরকার, তিন ছেলে ও এক মেয়ে। খবর পেয়ে মৃতের বাড়িতে যান কুশমন্ডি পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি আব্দুল কাদের মিয়া, মালিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফুলমালা রায় বিশ্বাস, উপপ্রধান আবুল কালাম আজাদ, মালিগাঁও তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি কমল বিশ্বাস, জাহাঙ্গির আলম-সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও দলীয় নেতৃত্ব। শোকার্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ান তাঁরা।

অমানবিক কমিশন, বৃদ্ধদের জন্য টোটো পরিষেবা আইএনটিটিইউসির

জলপাইগুড়িতে টোটোয় করে কেন্দ্রে পৌঁছলেন বৃদ্ধ।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে লাঠিতে ভর দিয়েও কেন্দ্রে পৌঁছতে হচ্ছে নোটিশ পাওয়া বৃদ্ধদের। কেউ কেউ অসুস্থও হয়ে পড়ছেন। অমানবিক কমিশন। কিন্তু মানবিককতার নজির গড়ল তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি। কনকনে ঠাণ্ডায় বৃদ্ধদের যাতে শুনানি কেন্দ্রে হেঁটে যেতে না হয় সেজন্য টোটোর ব্যবস্থা করল সংগঠন। জলপাইগুড়িতে ভোটরক্ষা স্বেচ্ছাশেবক লেখা স্টিকার সাঁটানো ওই টোটো করেই কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বৃদ্ধদের। বুধবার জলপাইগুড়িতে ধরা পড়ল সেই ছবি। এই বিষয়ে আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি শুভঙ্কর মিশ্র বলেন, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নির্দেশে, সদর ১ নং ব্লকের একটি শুনানি কেন্দ্রে আমাদের টোটো পৌঁছে যাচ্ছে। টোটো পরিষেবা পেয়ে আইএনটিটিইউর উদ্যোগের প্রশংসা করছেন বৃদ্ধরা।

অভিষেককে স্বাগত জানাতে উত্তরে প্রস্তুতি

কোচবিহারে সভাস্থল পরিদর্শন

পরিদর্শনে অভিজিৎ দে ভৌমিক।

সংবাদদাতা, কোচবিহার: আগামী ১৩ জানুয়ারি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সভা করবেন কোচবিহারে। বুধবার সভাস্থলের মাঠ পরিদর্শন করেন তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। জানা গেছে, বলরামপুর দুই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ওই সভা হবে। ওই এলাকার নাটাবাড়ি বিধানসভা এলাকার মধ্যে পড়ছে। কেন ওই এলাকায় সভা করা হচ্ছে সেই ব্যাপারে তৃণমূলের জেলা সভাপতি বলেন, ওই এলাকা নাটাবাড়ি এবং তুফানগঞ্জ এলাকার মধ্যস্থলে। দিনহাটার কিছু এলাকার কাছাকাছি ওই এলাকা। কোচবিহার সদর মহকুমার কিছু জায়গা থেকেও প্রচুর লোকজন দেওয়ানহাট হয়ে সহজে আসতে পারবেন। তাছাড়া ওই মাঠ খুব বড়। যথেষ্ট জায়গা আছে। লক্ষাধিক মানুষের জমায়েত হবে। তিনি আরও জানান, ওই মাঠ রাসমেলার মাঠের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। অভিষেকের সভা ঘিরে উৎসাহ বাড়ছে তৃণমূল কর্মীদের অন্দরে।

আলিপুরদুয়ারে আলোচনা সভা

আলোচনা সভায় প্রকাশ চিক বরাইক।

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : আগামী ৩ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ার আসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন জলপাইগুড়ির রোড-শো পর আলিপুরদুয়ের আসবেন তিনি। এসআইআর সমস্যায় ভোগান্তি, চা-শ্রমিকদের সমস্যার কথা শুনবেন জননেতা। মাঝেরডাবরি চা বাগানে তিনি চা শ্রমিকদের সঙ্গে সরাসরি তাঁদের অভাব অভিযোগ নিয়ে কথা বলবেন। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে যে, তার কর্মসূচি মাঝেরডাবরি চা বাগানের ডিভিশন মাঠে অনুষ্ঠিত হবে।আর সেই অনুষ্ঠানের জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। বুধবার জেলা পুলিশের কর্মকর্তারা তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের সাথে মাঝেরডাবরি চা বাগান পরিদর্শন করেন এবং অনুষ্ঠানস্থল, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, হেলিপ্যাডের সুবিধা এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ তথা আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইক বলেন, জননেতা-কে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হচ্ছে আলিপুরদুয়ার।

তৃণমূলের মানবিক উদ্যোগ

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: মানবিক উদ্যোগ তৃণমূল কংগ্রেসের। বছরের শেষে দুঃস্থদের পাশে রায়গঞ্জ ৩নং ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস। বুধবার বিকেলে রায়গঞ্জ শহরের ৩নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত অমর সুব্রত ক্লাব প্রাঙ্গণে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওয়ার্ডের কয়েকশো দুঃস্থ মানুষকে কম্বল ও প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়।

৮
১ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার

আমার বাংলা

1 January, 2026 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৯১-এর বৃদ্ধাকেও ডাক শুনানিতে!

তৃণমূল দিচ্ছে অ্যাম্বুল্যান্স

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : রাজ্য জুড়ে চলছে ভোটার তালিকার শুনানি প্রক্রিয়া। তাতে নির্বিচারে সবাইকে ডাকছে। অতিবৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, অসুস্থ কাউকেই ছাড় দিচ্ছে না। কমিশন ৮৫ বছরের বেশি বয়সীদের বাড়িতে গিয়ে শুনানির কথা বললেও তা মানা হচ্ছে না। এমনই এক দৃশ্য ধরা পড়ল মুর্শিদাবাদের লালবাগ শহরের সিংহী হাই স্কুলে। ২০০২-এর ভোটার তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ শহরের কয়েকজন ৮৫ বছরের বেশি বয়সী বাসিন্দার নাম খসড়া ভোটার তালিকায় বাদ গিয়েছে। তাঁদের শুনানিতে ডাকা হলে, তাঁরা অ্যাম্বুলেন্সে করে শুনানিতে হাজিরা দিতে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জিয়াগঞ্জ শহরের ৯১ বছর বয়সি নির্মলা সরকার। কানে ভালো শোনেননা, ঠিকমতো হাঁটতেও পারেন না। তৃণমূল কর্মীরা তাঁকে নিয়ে এসেছেন শুনানিতে। জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের ৪১ এবং ৪২ নম্বর অংশে প্রায় ৭৭ জন এমন মানুষের নাম খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে যাঁরা চলাফেরায় অক্ষম এবং বাড়িতে দেখাশোনার মতো লোক নেই। পুর চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ ঘোষের উদ্যোগে চারজন ৮৫-উর্ধ্ব মানুষকে শুনানিতে হাজিরা দিতে অ্যাম্বুল্যান্সে করে নিয়ে আসা হয়।

তৃণমূলের দাবি, জাতীয় নির্বাচন কমিশন বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে বৃদ্ধ ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দিতে চাইছে। বিজেপির এই অসৎ উদ্দেশ্য যাতে কোনওভাবেই সফল না হয় তাই মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে দলীয় কর্মীদের প্রবীণ ও অসুস্থদের ক্যাম্পে আনার ব্যবস্থা করতে বলেছেন।

শুনানি কেন্দ্রে ৯১ বছরের বৃদ্ধা নির্মলা সরকার।

শুনানিতে হয়রানি বিক্ষোভ তৃণমূলের

আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে বিক্ষোভ-মিছিল সামশেরগঞ্জে।

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : এসআইআর শুনানির নাম করে সাধারণ মানুষকে চরম সমস্যায় ফেলছে নির্বাচন কমিশন। এমনই অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার সকালে সামশেরগঞ্জ বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা। এদিন সামশেরগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে বিডিও অফিস প্রাঙ্গণে দফায় দফায় স্লোগান তুলে বিক্ষোভে শামিল হন তাঁরা।

তৃণমূলের তরফে অভিযোগ, অপরিকল্পিতভাবে এসআইআর-এর শুনানি হচ্ছে। হয়রানির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। আগে থেকে স্পষ্ট তালিকা প্রকাশ না হওয়ায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। আরও অভিযোগ, সত্তরোর্ধ্ব বয়স্ক ভোটারদেরও শুনানিতে আসতে বাধ্য করছে নির্বাচন কমিশন। যাঁদের শুনানিতে ডাকা হচ্ছে তাঁদের সকালে ফোন করে সেদিনই আসতে বলা হচ্ছে। ফলে যে সমস্ত ভোটাররা রুটি রোজগারের তাগিদে ভোরবেলা কাজে বেরিয়ে যান কিংবা কর্মসূত্রে রাজ্যের বাইরে রয়েছেন তাঁরা চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়ছেন।

আমিরুল বলেন, জানতে পেরেছি সামশেরগঞ্জ বিধানসভা এলাকায় শুনানির তালিকায় ৮১ হাজার জনের নাম রয়েছে। কিন্তু স্পষ্টভাবে নির্বাচন কমিশন এখনও সেই তালিকা প্রকাশ করেনি। এমনকী এখন যে ২৪ হাজার মানুষের শুনানি চলছে তাঁদেরও আগে থেকে জানানো হয়নি। শুধু তাই নয়, তাঁদের কী কাগজ লাগবে, তাও ঠিকভাবে না বলায় বিভ্রান্তিতে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। আমরা এই অপরিকল্পিত শুনানি ব্যবস্থার বিরোধিতা করছি।

সেই সঙ্গে শুনানির সময় বিএলএ-২ কে থাকতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ তোলেন আমিরুল। বলেন, আমাদের দাবি, সাধারণ ভোটারকে অন্ধকারে রাখা যাবে না। আগে থেকেই শুনানির তালিকা প্রকাশ করতে হবে। পাশাপাশি ভোটারদের সাহায্য করার জন্য শুনানির সময় বিএলএ-২-কে থাকার অনুমতি দিতে হবে।

সরকারি ভর্তুকিতে ৪৩ জন কৃষককে দেওয়া হল ট্রাক্টর

সংবাদদাতা, বর্ধমান : সরকারি সহায়তায় কৃষকদের সার্বিক উন্নতিকল্পে কৃষিপ্রযুক্তি যন্ত্র প্রদানে দুর্নীতি রোধে পাঁচ বছরের জন্য বন্ড চালু করল জেলা প্রশাসন। বুধবার বর্ধমানে জেলার বাছাই করা ৪৩ জন কৃষকের দেওয়া হল সরকারি ভর্তুকিযুক্ত ট্রাক্টর। এদিন কৃষকদের হাতে ট্রাক্টরের চাবি দেন জেলাশাসক আয়েষা রানি এ। অতিরিক্ত জেলাশাসক প্রসেনজিৎ দাস, জেলা পরিষদ সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মেহবুব মণ্ডল, অমরকুমার মণ্ডল প্রমুখ। জেলাশাসক জানিয়েছেন, সরকারের কৃষি দফতরের উদ্যোগে কৃষি যান্ত্রিককরণ ২০২৫-২০২৬ বর্ষে 'ফার্ম মেকানাইজেশন ব্যাঙ্ক' থেকে বুধবার ৪৩ জনকে ট্র্যাক্টর দেওয়া হল, কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্য। যন্ত্র পিছু ৮০ শতাংশ অর্থাৎ ৮ লক্ষ টাকা ভর্তুকি সরাকারিভাবে দেওয়া হল। কৃষকরা ২ লক্ষ টাকা খরচ করে যন্ত্রাংশ-সহ ট্র্যাক্টর কিনেছেন। আগামীদিনে পূর্ব বর্ধমান জেলার কৃষিব্যবস্থা আরও উন্নত হবে। কৃষকদের আর্থিক উন্নতি হবে। রাজ্যের খাদ্যনিরাপত্তাও সুরক্ষিত থাকবে। অনলাইনে এক হাজারের বেশি আবেদন জমা পড়েছিল। এই বর্ষের অর্থবরাদ্দ অনুযায়ী ৭০ জন কৃষককে এই ভর্তুকি দেওয়া যাবে। সমস্ত আবেদন খতিয়ে দেখার পরে লটারির মাধ্যমে বাছাই করে ৪৩ জনকে দেওয়া হলো, ৭০ জনকে দেওয়ার লক্ষ রয়েছে। গত অর্থবর্ষে ৬৩ জনকে দেওয়া হয়েছে। যান্ত্রিক করণে পিছিয়ে থাকা ব্লক এবং তফশিলি জাতি ও উপজাতি কৃষকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, সি এইচ সি স্কিমে ধান কাটার মেশিন, ট্রাক্টরস-সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি আগামী সময়ে দেওয়া হবে। এই স্কিমেও ৩০-৩৫ জন কৃষক উপকৃত হবেন। এদিন কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মেহবুব মণ্ডল জানিয়েছেন, আগে কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ভর্তুকির টাকা দেওয়া হত। কৃষকরা সেই টাকা দিয়ে কৃষি যন্ত্রপাতি কেনার ক্ষেত্রে গড়িমসি করতেন।

কৃষকদের ট্রাকযাত্রায় প্রসেনজিৎ দাস ও অন্যরা।

বিষ্ণুপুরে জোড়া হাতির তাণ্ডবে ৩ বাড়ির ক্ষতি নষ্ট ৩০ বিঘার আলু

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : খাবারের খোঁজে গ্রামে ঢুকে কার্যত তাণ্ডব চালাল জোড়া হাতি। হাতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গ্রামের তিনটি বাড়ি। ক্ষতি হয়েছে এলাকার প্রায় ৩০ বিঘা আলুর জমির। আজ ভোরের ঘটনা, বিষ্ণুপুর বনাঞ্চলের বাঁকাদহ রেঞ্জের চরণপাড়া গ্রামে। এই ঘটনায় বন দফতরকে দায়ী করে চরম ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয়রা। চার মাস বাঁকুড়ার বড়জোড়া এলাকার বনাঞ্চলে কাটানোর পর সম্প্রতি বাঁকুড়া থেকে দলে দলে হাতির দল ফিরতে শুরু করে পশ্চিম মেদিনীপুরে। ফেরার পথে বেশ কয়েকটি হাতি এখনও রয়ে গিয়েছে বিষ্ণুপুর বনাঞ্চলের বাঁকাদহর জঙ্গলে। আজ ভোরে সেই জঙ্গল থেকে দুটি হাতি বেরিয়ে সটান হাজির হয় চরণপাড়া গ্রামে। ঢুকে পড়ে গ্রামের একটি গলিতে। সেখানেই আটকা পড়ে তারা। সেখান থেকে তারা বেরনোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে গেলে পাশাপাশি তিনটি বাড়ি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই সময় ঘরে শুয়েছিল তিনটি পরিবার। হাতির তাণ্ডবে একটি অ্যাসবেস্টসের চাল ভেঙে পড়ে অল্পবিস্তর আহত হন একজন। প্রায় আধ ঘণ্টা তাণ্ডব চালানোর পর গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে হাতি দুটি সেখান থেকে বাঁকাদহর জঙ্গলে পালিয়ে যায়। পালাবার সময় ওই জোড়া গ্রাম লাগোয়া আলুর জমিতে তাণ্ডব চালায়। তাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রায় ৩০ বিঘা আলুর জমি।

আইনি এবং স্বাস্থ্য-শিক্ষা সচেতনতা শিবির, কম্বলদান

শিবিরে মহিলাদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ঝাড়গ্রাম মনের ঠিকানা ফাউন্ডেশন এবং ঝাড়গ্রাম জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের লাউদহ গ্রামে হল আইনি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতা শিবির। শিবিরে বাল্যবিবাহ, পকসো আইন, সাইবার ক্রাইম ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ আইনি বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়। এছাড়াও জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষ বিনামূল্যে কোন কোন আইনি পরিষেবা পেতে পারেন, সে-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি জাগৃতি, আশা ও দান প্রকল্প সম্পর্কেও উপস্থিতদের অবহিত করা হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন বিকাশ ভারতী শিশুবিকাশ কেন্দ্রের দীপক বন্দোপাধ্যায়, জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সাঁকরাইল ব্লকের অধিকার মিত্র অনুপম ঘোষ ও কৌশিক ভুঁইয়া। এলাকার প্রায় ১০০ দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়।

বর্ষবরণের আগেই চিল্কিগড়ে পর্যটকের ভিড়

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

নতুন বছর পড়তে চলল। বর্ষবরণকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই পর্যটকের ঢল নামতে শুরু করেছে জঙ্গলমহলে। বছরের শেষ প্রান্তে বিশেষ করে ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের চিল্কিগড়ে অবস্থিত কনক অরণ্যে উপচে পড়ছে পর্যটকদের ভিড়। 'জঙ্গলমহলের আমাজন' নামে পরিচিত কনক অরণ্যের ঘন জঙ্গলের মাঝেই অবস্থিত শতাব্দীপ্রাচীন দেবী কনকদুর্গার মন্দির। ডুলুং নদীর তীরে আমাজন অববাহিকার রেন ফরেস্টের মতো লতাপাতা আর ঘন বৃক্ষরাজিতে ঘেরা এই অরণ্য পর্যটকদের কাছে আলাদা আকর্ষণ তৈরি করেছে। জঙ্গলের অনেক অংশে দিনের বেলাতেও সূর্যের আলো মাটিতে পৌঁছয় না। সকাল থেকেই মন্দিরে ভিড় জমাচ্ছেন ভক্ত ও পর্যটকেরা। পুজো দেওয়ার পরই তাঁরা জঙ্গলভ্রমণ এবং ডুলুং নদীর তীরে মনোরম পরিবেশে সময় কাটাতে বেরিয়ে পড়ছেন। মন্দিরচত্বরে রয়েছে কয়েকশো হনুমান, যা পর্যটকদের কৌতূহল আরও বাড়িয়ে তুলছে। ডুলুং নদীর শান্ত প্রবাহ আর চারপাশের সবুজে ঘেরা পরিবেশে বসে অনেকেই অবসর কাটাচ্ছেন। পরিবার-পরিজন নিয়ে বা বন্ধুদের সঙ্গে প্রকৃতির সান্নিধ্যে কিছুটা সময় কাটানোর জন্য কনক অরণ্য এখন পর্যটকদের অন্যতম পছন্দের গন্তব্য হয়ে উঠেছে। এক পর্যটক জানান, পরিবেশ খুব সুন্দর। মন্দির দর্শনে কোনও তাড়াহুড়ো নেই। সবাই নিজেদের মতো করে পুজো দিয়ে তারপর আশপাশের জায়গা ঘুরে দেখছেন। এখানে এসে সত্যিই মনটা ভালো হয়ে যায়। নতুন বছরের আগে পর্যটকদের এই ভিড় অরণ্য ও চিল্কিগড় এলাকায় অন্যরকম উৎসবের আবহ তৈরি করেছে।

কনকদুর্গা মন্দির। ঝাড়গ্রামে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

1 January, 2026 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
১ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার

রঘুনাথগঞ্জের মির্জাপুর হাইস্কুলে চুরির ঘটনার কিনারা করল রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। কাজিবুল শেখ, আজমাত শেখ ও মানজারুল শেখ নামে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল সোমবার গভীর রাতে

জাগো বাংলা মঞ্চের রক্তদান

■ কৃষ্ণনগর জাগো বাংলা মঞ্চের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হল, কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড়ে। পঞ্চাশের বেশি মানুষ রক্তদান করেন। প্রবল শীতে জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের অভাব। তাই এই আয়োজন। জাগো বাংলা মঞ্চের উদ্যোক্তারা রাত বারোটায় পতাকা উত্তোলন করে তৃণমূলের জন্মদিন পালন করছেন জানালেন, সদস্যা সুচিত্রা ঘোষ।

বার্ষিক ক্রীড়া

■ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে ঝাড়গ্রাম পশ্চিম চক্রের ৪১তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা হল ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়ামে। সমস্ত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় ও শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয় প্রতিযোগিতায়। ঝাড়গ্রাম ব্লকের তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং একটি পুরসভার ছাত্রছাত্রীরা এই অংশ নেয়। উদ্বোধন করেন ঝাড়গ্রাম জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি। ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি জয়দীপ হোতা, স্বপন পাত্র, সৌমিত্র নন্দী, দেবাশিস শিট, শুভাশিস মাঝি, সুদীপ্ত চক্রবর্তী প্রমুখ। উদ্বোধনী ভাষণে চিন্ময়ী পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলোর উপরে জোর দেন।

শীতে কম্বল দান

■ প্রচণ্ড ঠান্ডায় গরিব মানুষজন খুবই কষ্টের মধ্যে রয়েছেন। তাই তারাপীঠে হাজারখানেক দুঃস্থকে কম্বল বিতরণ করল আর পি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। সংগঠনের সচিব শুভাশিস রায়, তারাপীঠের জনপ্রতিনিধি শিউলি মণ্ডল ছাড়াও ছিলেন কানু রায়, সুমিতা রায়, সুচরিতা পাল, সুজন পাল প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় রায়।

সৈকতে বর্ষবরণ, দিঘা যেন পার্ক স্ট্রিট!

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • দিঘা

আকাশে বাতাসে উৎসবের মেজাজ। রঙিন আলোর ঝলকানি যেন হাতছানি দিচ্ছে পর্যটকদের। বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস ও সমুদ্রের শীতল হাওয়ার মিষ্টতায় বর্ষবরণের রাতে দিঘা যেন হয়ে উঠল পুরো পার্ক স্ট্রিট! সমুদ্র পাড় থেকে শুরু করে মূল রাস্তা পর্যন্ত আলোর রোশনাই। রাত গড়াতেই হোটেলে হোটেলে নাইট পার্টিতে মেতে উঠলেন পর্যটকেরা। নতুন বছরের প্রথম দিনের আগে থেকেই দিঘা পর্যটকে পরিপূর্ণ। এবছর বাড়তি আকর্ষণ নবনির্মিত জগন্নাথ মন্দির। ডিসেম্বরের শুরু থেকেই লাখ লাখ ভক্ত এসেছেন দিঘায়। বর্ষবরণে সেই ভিড় যেন কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে। মন্দিরেও নতুন বছরের প্রথম দিনে বিশেষ পুজোপাঠের আয়োজন করা হয়েছে। বুধবার সন্ধে থেকে মন্দিরের

প্রবেশদ্বারে ভক্তদের ঢল। দিঘার প্রতিটি হোটেলের তরফে শিল্পীদের দিয়ে নাচগানের ব্যবস্থার পাশাপাশি এলাহি খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করা হয়। হোটেল ব্যবসায়ীদের দাবি, বর্ষাবরণে পর্যটকদের আনন্দ দিতে বিশেষ প্যাকেজ করা হয়েছে। খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি নাইট পার্টিতে যোগ দিতে পারবেন পর্যটকেরা। উৎসবকে রঙিন করতে মঙ্গলবার থেকে দিঘায় শুরু হয়েছে দুই দিনের বিচ ফেস্টিভ্যাল। সেখানেও সন্ধে থেকে ভিড়। বাইরে থেকে শিল্পীদের নিয়ে আসা হয়। দিঘা-শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুশান্ত পাত্র বলেন, পর্যটকদের আনন্দ দিতে আমাদের এই আয়োজন। উৎসবের মাঝে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকেও বাড়তি সর্তকতা নেওয়া হয়। ড্রোন ও সিসিটিভির মাধ্যমে চলে নজরদারি। পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে বলেন, বেপরোয়া আচরণের ক্ষেত্রে প্রশাসন জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। সৈকতে কড়া নজরদারি চলছে।

গদ্দারের পাল্টা সভায় রেকর্ড ভিড় কর্মীদের

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : সাঁকরাইল ব্লকের বাঁকড়া এলাকায় বিজেপির 'পরিবর্তন সভা' করেছিলেন গদ্দার অধিকারী। বুধবার তার পাল্টা সভা করে চমকে দিল তৃণমূল। বিপুল জনসমাগমে উপচে পড়ে সভাস্থল। সভামঞ্চ থেকে তৃণমূলের একাধিক নেতা-মন্ত্রী গদ্দারকে 'চোর' বলে কটাক্ষ করেন। পাশাপাশি, সাম্প্রতিক জমি কাণ্ডে বিজেপির দিকেই অভিযোগের আঙুল তোলা হয়। তৃণমূল নেত্রী জয়া দত্ত বলেন, বাংলায় যদি সবচেয়ে বড় চোর কেউ থাকে, সে গদ্দার অধিকারী। তৃণমূল অন্যায়ের সঙ্গে আপস করে না। প্রশাসন জমি সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থা নিয়েছে। যাঁরা গ্রেফতার হয়েছেন, তাঁরা সবাই বিজেপির দালাল। গদ্দার তাঁর সভায় যে মিথ্যাচার করেন তাঁর পাল্টা জবাব দিতে সরব হন জেলা তৃণমূল সভাপতি দুলাল মুর্মু। তাঁর দাবি, গদ্দার মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন। সাঁকরাইলেই তার উপযুক্ত জবাব দেওয়া

■ সামনে অগণিত তৃণমূল কর্মী-সমর্থক। সভায় বক্তা সমীর চক্রবর্তী।

হয়েছে। বিজেপির সভার তুলনায় এখানে চারগুণ বেশি মানুষ ছিলেন। আক্রমণ শানান বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাও। বলেন, সাঁকরাইলে যাঁরা জমি চুরি করেছে, তাঁরা তৃণমূলের নয়, বিজেপির নেতা। জঙ্গলমহলের মানুষকে বিভ্রান্ত করতেই গদ্দার এখানে এসেছিলেন। সমীর চক্রবর্তীর বক্তব্যেও উঠে আসে একই সুর।

শরৎশশী ৪২

■ শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরি হলে কিশোরদের পত্রিকা 'শরৎশশী'র ৪২তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান হল। সঙ্গীত পরিবেশন করলেন পত্রিকা-সম্পাদক অরূপ দাস। ১৯৮৪ থেকে ২০২৫— কীভাবে ক্ষুদ্র পত্রিকা এগিয়ে চলেছে জানালেন। ছিলেন অমিত মণ্ডল, মহম্মদ নাজির হোসেন। জাদুর খেলা দেখালেন বি কুমার। সঞ্চালনায় ছিলেন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিষেকের তাহেরপুরের জনসভা নিয়ে প্রচারে ফুলিয়ায় পথে তৃণমূল

সংবাদদাতা, নদিয়া : নদিয়ার তাহেরপুরে জনসভা করতে আসছেন তৃণমূল সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯ জানুয়ারি। সেই জনসভায় নদিয়ার মানুষকে দলে দলে যোগদান করার আহ্বান নিয়ে তথা বিজেপির অঙ্গুলী হেলনে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন অপরিকল্পিতভাবে এসআইআর করে মানুষকে যেভাবে সমস্যার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন, তারই প্রতিবাদে আজ বিশাল পদযাত্রা হয় নদিয়া শান্তিপুর ব্লকের অন্তর্গত ফুলিয়ায়। মূলত শান্তিপুর বি ব্লকের তৃণমূলের নমঃশূদ্র উদ্বাস্তু সেল ও ক্ষেতমজুর কৃষাণ সেলের যৌথ উদ্যোগে এই পদযাত্রা ফুলিয়ার দেবালয় থেকে শুরু এ সমস্ত ফুলিয়া প্রদক্ষিণ করে। উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পিটার মুখোপাধ্যায়, জেলা পরিষদ সদস্য পম্পা মুখোপাধ্যায়, তৃণমূলের অন্য নেতৃবৃন্দ-সহ কয়েকশো তৃণমূল কর্মী-সমর্থক। অভিষেকের

■ পদযাত্রায় পিটার মুখোপাধ্যায়, তারান্নুম সুলতানা মির।

আগমন নিয়ে নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মির জানান, এসআইআরের আবহে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসছেন তাহেরপুরে, সেই মিটিংয়ে আমরা আশা রাখছি রেকর্ড ভিড় হবে। অভিষেকের আসার খবরেই জেলার সকল তৃণমূল কর্মী-সমর্থক উজ্জীবিত হয়েছেন। এছাড়াও সেই দিন আসন্ন ২০২৬-এর নির্বাচন নিয়ে আমাদের কী বার্তা দেন তার দিকে তাকিয়ে জেলার তৃণমূলের নেতা-কর্মী সকলেই।

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সেজে উঠছে বীরভূম

সংবাদদাতা, সিউড়ি : তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সেজে উঠেছে বীরভূমের সদর সিউড়ি শহর। শহর জুড়ে লাগানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াইয়ের ইতিহাসের চালচিত্র। ওঁর রাজনৈতিক

■ হোর্ডিংয়ে মুখ্যমন্ত্রীর লড়াইয়ের ইতিহাস।

জীবন শুরু থেকে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসার যে দীর্ঘ আন্দোলন, তা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা এবং দেশ ছাড়িয়ে পৃথিবীর মানচিত্রে নিজের নাম ইতিহাসের পাতায় তুলেছেন। গোটা পৃথিবী তাঁকে চেনে মানুষের হয়ে আন্দোলনের পথপ্রদর্শক হিসেবে। সাধারণ বাঙালি পরিবারের একটি মেয়ে কৈশোর থেকে রাজনীতিতে এসে বাংলার মাটিতে যে বিপ্লব ঘটিয়েছেন সেই সংগ্রামকে গোটা পৃথিবী কুর্নিশ জানায়। নানুর, নেতাই, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে মানুষের জন্য লড়াই যেভাবে করেছেন সেই রকম আন্দোলন পৃথিবীর কোনও দেশে হয়েছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। ৩৪ বছরের অত্যাচারী বাম সরকারকে উৎখাত করেছেন উনি। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে নিজে দল করেছেন। ওঁর লড়াইয়ের কাহিনী তুলে ধরে বোঝাতে চাই বাংলার মঙ্গল একমাত্র উনিই চান।

১০
১ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

1 January, 2026 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

হাতি-মৃত্যুতে মিথ্যা দাবি করে নিজেদের পিঠ বাঁচাচ্ছে রেল

প্রতিবেদন: ট্রেনের ধাক্কায় একের পর এক হাতির মৃত্যু হয়েছে। সব থেকে মর্মান্তিক ঘটনা অসমের। একসঙ্গে আটটি হাতি ট্রেনে কাটা পড়েছে। হাতি করিডরগুলিতে নির্দিষ্ট গতি বেঁধে দেওয়া হলেও মানেনি রেল। বেপরোয়া গতির বলি হয়েছে নিরীহ হাতি। প্রশ্নের মুখে পড়ে মিথ্যা দাবি দিয়ে পিঠ বাঁচানোর চেষ্টা করছে রেল। যদিও এই দাবি মানেনি বনদফতর। তথা দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে এ-বছরে ১৬০টি হাতির মৃত্যুর জন্য দায়ী রেল। বনকর্তাদের অভিযোগ, রেল ওই নথি কিংবা তথ্য বন দপ্তরের সঙ্গে শেয়ার করেনি। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ শাখা) ভাস্কর জেভি বলেন, ১৬০টি হাতির প্রাণ বাঁচানোর যে তথ্য রেল সামনে এনেছে, তার কোনও খুঁটিনাটি আমাদের জানানো হয়নি। তবে

একথা ঠিক যে, আইডিএস প্রযুক্তি প্রতিস্থাপনের ফলে রেললাইনে হাতি মৃত্যুর হারে লাগাম টানা সম্ভব হয়ছে। আমরা চাই রেল ওই কাজে আরও সমন্বয় আনুক। আমাদের সঙ্গে তথ্য বিনিময় করুক। প্রসঙ্গত, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জন্য ২০২২-এ আইডিএস (ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম) প্রকল্পের অনুমতি দেয় রেল। পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের মাদারিহাট থেকে নাগরাকাটার মাঝে ৩৫টি রেলপথে বন্যপ্রাণীদের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করতে ও হাতির মৃত্যু ঠেকাতে অত্যাধুনিক এই প্রকল্প ২০২৪-এ শুরু হয়েছিল। তবে এই প্রকল্পের সমস্ত হাতির করিডরে বাস্তবায়ন আজও শত হস্ত দূরে। এখনও পর্যন্ত সব মিলিয়ে প্রায় ২০৯ কিলোমিটার হাতির করিডরের মধ্যে মাত্র ৬৩ কিলোমিটারে আইডিএস বসেছে। বাকি আরও ১৪৬ কিলোমিটার রেলপথে এই কাজ কবে শেষ হবে, তা হলফ করে বলতে পারছেন না রেলকর্তারা।

আজ থেকে শুরু বইমেলা

উত্তর দিনাজপুর

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: ইসলামপুরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে শুরু হচ্ছে ৩১তম উত্তর দিনাজপুর জেলা বইমেলা। নতুন বছরের শুরুতেই উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর মেতে উঠতে চলেছে বইয়ের উৎসবে। আগামী ১ জানুয়ারি থেকে ইসলামপুর হাই স্কুল মাঠে শুরু হতে চলেছে ৩১তম উত্তর দিনাজপুর জেলা বইমেলা। মেলাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই শহর জুড়ে সাজো সাজো রব। প্রশাসনের পক্ষ থেকে চলছে শেষ মুহূর্তের চূড়ান্ত প্রস্তুতি। জেলা বইমেলাকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার থেকেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বইমেলার প্রচার ও তোড়জোড় তুঙ্গে। মেলা প্রাঙ্গণে স্টল তৈরির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। প্রশাসনের কর্তারা নিয়মিত কাজের তদারকি করছেন যাতে পাঠক ও দর্শকদের কোনো অসুবিধা না হয়। এবারের মেলায় জেলা তো বটেই, এমনকি কলকাতা ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নামী-দামি প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতারা অংশ নিতে চলেছেন। কয়েকশো স্টলে সাজানো থাকবে দেশি-বিদেশি সাহিত্যের বিপুল সম্ভার। বৃহস্পতিবার একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মেলার আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা হবে। বই কেনাবেচার পাশাপাশি প্রতিদিন সন্ধ্যায় মেলা প্রাঙ্গণের মূল মঞ্চে আয়োজিত হবে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

প্রথম মহিলা মুখ্যসচিব

(প্রথম পাতার পর)

পদে নিযুক্ত করা হয়েছে আইএএস জে পি মিনাকে। এদিকে, মুখ্যসচিব পদ ছাড়ার পরেও প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকছেন মনোজ পন্থ। পৃথক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ড. মনোজ পন্থকে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের প্রধান সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি মুখ্যসচিব পদমর্যাদাতেই এই দায়িত্ব পালন করবেন এবং পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত ওই পদে বহাল থাকবেন। এই নিয়োগ জনস্বার্থে বলেই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

মনোজ পন্থের মুখ্যসচিব পদে মেয়াদ গত জুন মাসেই শেষ হয়েছিল। সেই সময় কেন্দ্রের অনুমতিতে ছ'মাসের জন্য তাঁর মেয়াদ বাড়ানো হয়। সেই বাড়তি সময়সীমার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩১ ডিসেম্বর। সেইমতো তাঁর মেয়াদ শেষের দিনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন মুখ্যসচিব নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। ফলে একদিকে রাজ্যের শীর্ষ প্রশাসনিক পদে নন্দিনী চক্রবর্তীর অভিষেক হল, অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে মুখ্যসচিব স্তরের দায়িত্বে মনোজ পন্থ— এই দু'টি সিদ্ধান্তেই নবান্নের প্রশাসনিক কাঠামোয় নতুন সমীকরণ তৈরি হল।

কংক্রিটের রাস্তা পেয়ে খুশি ইটাহারবাসী

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: ইটাহারে ১.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে তিন কিমি কংক্রিট রাস্তার শিলান্যাস করলেন বিধায়ক। এলাকার দীর্ঘদিনের দাবি মিটিয়ে নতুন বছরের প্রাক্কালে বড়সড় উপহার পেলেন ইটাহারের বাসিন্দারা।

রাস্তার সূচনায় মোসারফ হোসেন।

বুধবার ইটাহার ব্লকের সুরুন-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ একটি গুরুত্বপূর্ণ কংক্রিট রাস্তার কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন বিধায়ক মোশারফ হোসেন। রাজ্য গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতায় এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ব্যয় হচ্ছে প্রায় ১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা। সুরুন-১ অঞ্চলের হাজি লিয়াকত আলির জমি থেকে জবির উদ্দিনের বাড়ি হয়ে ডামডোলিয়া এসএসকে স্কুল থেকে ডামডোলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত। এদিন ডামডোলিয়া গ্রামে ফিতে কেটে ও নারকেল ফাটিয়ে প্রকল্পের শিলান্যাস করেন বিধায়ক মোশারফ হোসেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কার্তিক দাস।

আবেদন পেয়েই কাজ

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান ক্যাম্পে শ্মশানঘাটের আবেদন করা হয়েছিল আগস্ট মাসে। আবেদনের পর ডিসেম্বরের শেষদিনে শুরু হল কাজ। স্বাধীনতার পর প্রথম শ্মশানঘাট পাচ্ছে নকশালবাড়ির হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের বীরসিং গ্রাম। এদিন আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পের কাজের শিলান্যাস করেন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ। শ্মশান ঘাটের কাজ শুরু হওয়ায় সমস্যা মিটবে বীরসিং জোত-সহ কেটুগাবুর জোত, ভেল্টা জোত সহ আরও ৪টি গ্রামের। আজ থেকে কাজ শুরু হওয়ায় খুশি স্থানীয়রা।

বছরের শেষদিন শৈলশহরে স্পষ্ট দর্শন কাঞ্চনজঙ্ঘার

সংবাদদাতা, দার্জিলিঙ: একদিকে তুষারপাতের পূর্বাভাস। অন্যদিকে রোদ ঝলমলে শৈলশহরে কাঞ্চন দর্শন। সবমিলিয়ে বর্ষশেষে দার্জিলিঙে উপভোগ করলেন পর্যটকরা। সন্ধে নামতেই ম্যালে পর্যটকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মত। আলোর মালায় সেজে ওঠে পাহাড়। বর্ষবরণের উৎসবে মেতে ওঠেন পর্যটকরা। কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শনে আনন্দে মেতেছেন দেশ-বিদেশ থেকে আসা পর্যটকেরা। তারই সঙ্গে পাহাড়ে তুষারপাতের পূর্বাভাসে নতুন বছরের শুরুতে উত্তরের পাহাড় ও সিকিমে উন্মাদনা তুঙ্গে। বছরের শেষ লগ্নে শৈলরানি দার্জিলিং-সহ গোটা উত্তরবঙ্গ ও সিকিমে পর্যটকের ঢল নেমেছে। দেরিতে শীত পড়লেও এখন জাঁকিয়ে ঠান্ডা শুরু হতেই পাহাড়মুখো হয়েছেন ভ্রমণ পিপাসু বাঙালি থেকে শুরু করে দেশের নানা প্রান্তের মানুষ। এসেছেন বিদেশিরাও। দার্জিলিং, কালিম্পং, সান্দাকফু, টুমলিং, টংলু- প্রায় সর্বত্রই তিল ধারণের জায়গা নেই। দার্জিলিং শহরের অধিকাংশ হোটেল কয়েকদিন ধরেই

হাউসফুল। শুধু বড় হোটেল নয়, অফ-বিট এলাকার হোমস্টেগুলিতেও একই ছবি। সন্ধ্যা নামলেই ঠান্ডা উপভোগ করতে গরম দার্জিলিং চা, কফি ও পাহাড়ি মোমোয় মেতে উঠছেন পর্যটকরা। ম্যাল এলাকায় ভিড় চোখে পড়ার মতো, সেলফি ও রিল তৈরিতে ব্যস্ত সকলেই। দার্জিলিং ও সিকিমের হিল স্টেশনগুলিতে দু'-একদিনের মধ্যেই তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গ্যাংটকে ৬.৮ ডিগ্রি।

আঙুল নামিয়ে কথা বলুন

(প্রথম পাতার পর)

প্রতি দায়বদ্ধ। আপনি আপনার প্রভুর প্রতি দায়বদ্ধ। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিষেকের হুঙ্কার, সাহস থাকলে এদিনের বৈঠকের আড়াই ঘণ্টার ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করুক কমিশন। পারলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন জ্ঞানেশ কুমার।

এদিন, অগণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারী এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের তোলা কোনও প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার আঙুল তুলে অভিষেককে চুপ করানোর চেষ্টা করেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে পাল্টা দেন অভিষেক। বলেন, আঙুল নামিয়ে কথা বলুন। আমি জনতার দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি। আপনার মতো মনোনীত নই। এদিন জাতীয় নির্বাচন কমিশনে তৃণমূল কংগ্রেসের দশ সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ সাকেত গোখলে, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতাবালা ঠাকুর, নাদিমুল হক ও রাজ্যের তিনমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মানস ভুঁইয়া এবং প্রদীপ মজুমদার। আড়াই ঘন্টা ধরে বৈঠক করে নির্বাচন কমিশনের মুখোশ খুলে দেন তাঁরা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ভোট চুরি করছে নির্বাচন কমিশন। তাদের ভোট চুরির আসল ফর্মুলা ধরে ফেলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ইভিএম মেশিনে নয়, ভোট চুরি হচ্ছে দিল্লি থেকে, ভোটার তালিকায়। এই চুরি ধরেছে তৃণমূল। তখনই অভিষেককে আঙুল উঁচিয়ে চুপ করতে বলেন জ্ঞানেশ কুমার। সঙ্গে সঙ্গেই পাল্টা দেন অভিষেক। তিনি স্পষ্ট করে দেন, এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়া হবে না। মাঠে নেমে লড়াই করতে হবে। বাংলার মানুষ এই অন্যায় মানবে না। যত ইচ্ছে এজেন্সি লাগাক, আমরা ভয় পাবো না। নিজেদের মেরুদণ্ড বিক্রি করব না। বাংলায় ভোটে আবার হারবে বিজেপি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কী কাণ্ড বিজেপির রাজস্থানে! ১৫ ডিসেম্বর ১৬ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণে অভিযুক্ত পুলিশ কনস্টেবল পালিয়ে বেড়াচ্ছিল মহিলা সেজে! শাড়ি, লিপস্টিকে নিয়েছিল ছদ্মবেশ। শেষপর্যন্ত ধরা পড়ে গেল বৃন্দাবনে

দিল্লি দরবার

1 January 2026 • Thursday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

উত্তরাখণ্ডে অঙ্কিতা হত্যারহস্যে নয়া মোড়

অভিযোগের আঙুল মোদি ঘনিষ্ঠ বিজেপি নেতার দিকে

দেরাদুন : পায়ের তলায় জমি খুঁজে না পেয়ে বাংলা নিয়ে কুৎসা করতে এবং বিভ্রান্তি ছড়াতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বিজেপি। অথচ তাদেরই শাসনে উত্তরাখণ্ডে যৌন কেলেঙ্কারি এবং খুনের ঘটনায় সরাসরি আঙুল উঠেছে মোদির বিশেষ স্নেহভাজন প্রথম সারির বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। কিছুতেই আড়াল করা গেল না সেই কুকীর্তি। ২০২২ সালের চাঞ্চল্যকর অঙ্কিতা ভাণ্ডারী হত্যাকাণ্ড নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে

অভিযুক্ত নেতাকে বাঁচাতেই বিজেপির বুলডোজার-নাটক

এসেছে। উত্তরাখণ্ডের এই নৃশংস খুনের মামলায় এ বার সরাসরি নাম জড়িয়েছে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা উত্তরাখণ্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা দুষ্মন্ত কুমার গৌতমের। তিনি নাকি আবার মোদির বিশেষ আশীর্বাদধন্য। সরাসরি অভিযোগ উঠেছে দুষ্মন্ত ওরফে গাট্টুর বিরুদ্ধে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, ওই রাজ্যের বিজেপি নেতা বিধায়ক সুরেশ রাঠোর এবং তাঁর স্ত্রী উর্মিলা সানওয়ারের গার্হস্থ্য বিবাদের জেরে উর্মিলা একটি লাইভ করেন। তাতেই ফাঁস হয়ে যায় উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারের বিলাসবহুল হোটেল তথা রিসর্টের রিসেপশনিস্ট ১৯ বছরের অঙ্কিতা ভান্ডারীর খুনের আসল রহস্য। নেপথ্যে নাকি এক ভিভিআইপি। একটি অডিও ক্লিপ প্লে করেন উর্মিলা। স্বামী-স্ত্রী ঝগড়ার সূত্রে বিজেপি নেতা সুরেশকে বলতে শোনা যায়, হোটেলে গাট্টুই ছিল ওই রাতে। গাট্টুই জোর করেছিল অঙ্কিতাকে বিছানায় তোলার জন্য। গাট্টুর বিছানাতেই অঙ্কিতাকে তুলে দিতে মরিয়া ছিল হোটেল মালিকের ছেলে।

পরে জানা যায়, মোটা টাকারও প্রলোভন দেখানো হয়েছিল অঙ্কিতাকে। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজি হননি। কয়েকদিন পরেই অঙ্কিতার দেহ পাওয়া গেল ঋষিকেশের খালে। এই ঘটনায় গ্রেফতার হল হোটেলের মালিক এবং তাঁর ছেলে। বুলডোজার দিয়ে হোটেল বা রিসর্টটি গুঁড়িয়ে দিয়ে বাহবাও কুড়োলেন গেরুয়া উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী। দাবি করা হল, সুবিচার পেয়েছেন অঙ্কিতা। কিন্তু আসল রহস্যটা সেখানেই। স্নেহভাজন দুষ্মন্তকে রক্ষা করতে নাকি এভাবেই হোটেল বা রিসর্টে তার কুকীর্তির যাবতীয় প্রমাণ মুছে দিতেই এই বুলডোজ অ্যাকশন!

টেলিভিশন অভিনেত্রী ঊর্মিলার সামাজিক মাধ্যমের পোস্ট ঘিরে এই বিতর্কের সূত্রপাত, যেখানে তিনি গৌতমকে ওই মামলার সেই রহস্যময় ভিভিআইপি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই অভিযোগ সামনে আসার পর থেকেই উত্তাল উত্তরাখণ্ডের রাজনীতি। হরিদ্বারের কাছে বনন্তরা রিসর্টের ১৯ বছর বয়সী রিসেপশনিস্ট অঙ্কিতা ভাণ্ডারীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ২০২৩ সালে মূল অভিযুক্ত পুলকিত আর্য এবং তার দুই সহযোগীকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল কোটদ্বারের জেলা আদালত। পুলকিত আর্য তৎকালীন বিজেপি নেতা বিনোদ আর্যের ছেলে। তদন্ত চলাকালীন নিহতের এক বন্ধু পুলিশকে জানিয়েছিলেন যে, রিসর্টে আসা একজন বিশেষ ভিআইপি-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার কুপ্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ায় অঙ্কিতাকে খুন করা হয়। চার্জশিটে এই ভিভিআইপি-র সুনির্দিষ্ট পরিচয় না থাকায় দীর্ঘ সময় ধরে এই প্রশ্নটি অমীমাংসিত ছিল।

কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবছে বিজেপির অসম

ডাইনি অপবাদে কুপিয়ে খুন দম্পতিকে, জ্বালানো হল বাড়ি

গুয়াহাটি: বিভেদের আর বৈষম্যের রাজনীতিকে যতই উস্কে দেওয়া হচ্ছে ততই কুসংস্কারের অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো। প্রশ্রয় পাচ্ছে মধ্যযুগীয় বর্বরতা। এবার আরও ন্যক্কারজনক ঘটনার সাক্ষী হল গেরুয়া অসম। ফের ডাইনি অপবাদে কুপিয়ে খুন। নৃশংসভাবে হত্যা করা হল এক দম্পতিকে। শুধু খুন নয়, জ্বালিয়ে দেওয়া হল তাঁদের বাড়িও। বিজেপি শাসিত রাজ্য অসমের প্রত্যন্ত গ্রামে এখনও পৌঁছায়নি শিক্ষার আলো। কাটেনি অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার। মঙ্গলবার সেই কুসংস্কারের বলি হলেন ওই নিরীহ দম্পতি। ঘটনাটি ঘটেছে অসমের কার্বি আংলং জেলার হাওরাঘাট এলাকার বেলোগুড়ি মুন্ডা গ্রামে। গার্দি বিরোয়া (৪৩) ও মীরা বিরোয়া (৩৩) নামের এক দম্পতিকে কুপিয়ে খুন করে তাঁদের

বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। উন্মত্ত জনতা প্রথমে গার্দি ও মীরার বাড়িতে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালায়। সেখানেই কুপিয়ে খুন করা হয় দম্পতিকে। তারপর উন্মত্ত জনতা দম্পতির ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। পুলিশ গিয়ে দেহ দুটিকে উদ্ধার করেছে।

ঘটনায় সব অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, এই এলাকা এখনও কুসংস্কারের ছায়া থেকে মুক্ত নয়। গুজব ও অন্ধবিশ্বাসের জেরে এইরকম ঘটনা ঘটেছে বলেই সন্দেহ করা হচ্ছে। ডাইনি সন্দেহে খুন হওয়ার জন্য বারবার অসমকে সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী গত এক দশকে অসমে ডাইনি সন্দেহে ১০০-র বেশি মানুষকে খুন করা হয়েছে। ২০১৫ সালে রাজ্যে চালু হয় ডাইনি হত্যা প্রতিরোধ আইন। এই আইনে কাউকে ডাইনি বলে চিহ্নিত করা বা সেই অভিযোগে হামলা ও হত্যার ঘটনায় কঠোর শাস্তি ও জরিমানার নিয়ম রয়েছে। কিন্তু এই আইন আদৌ কি সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি বদলাতে পারছে? সেই প্রশ্নই নতুন করে সামনে আনল মঙ্গলবারের নৃশংস ঘটনা। ব্যর্থতার দায় এড়াতে পারবে কি অসমের বিজেপি সরকার?

গভীর রাতে সুড়ঙ্গে দুই ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ

জখম অন্তত ৬০ শ্রমিক

দেরাদুন : গভীর রাতে সুড়ঙ্গের মধ্যে দুটি ট্রেনের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ। জখম হয়েছেন অন্তত ৬০ জন। সকলেই শ্রমিক বলে জানা গিয়েছে। ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরাখণ্ডের চামুলি জেলায় বিষ্ণুগড়-পিপলকোটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পিপলকোটি সুড়ঙ্গের মধ্যে। একটি মালবাহী ট্রেনের সঙ্গে লোকো ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। লোকো ট্রেনটিতে ছিলেন প্রকল্পের আধিকারীকরা এবং শ্রমিকরা। সবমিলিয়ে মোট ১০৯ জন। সকলকেই ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। রেলের পক্ষে জানানো হয়েছে এই ট্রেনগুলো তাদের নয়।

পানীয়জলে নর্দমার নোংরা, জলবাহিত রোগে মৃত ৭, অসুস্থ হাজারেরও বেশি

ইন্দোর : বড়বড় বুলিই সার। বিজেপির শাসনে মধ্যপ্রদেশে কী করুণ দশা জনস্বাস্থ্যের। দূষিত জল খেয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন ইন্দোরের হাজার খানেক বাসিন্দা। ইতিমধ্যেই ৭ জনের মত্যুর খবর মিলেছে। পানীয় জলের পাইপে নর্দমার জল মিশে গিয়েই এই কাণ্ড বলে জানা গিয়েছে। বমি ও ডায়েরিয়ার উপসর্গ নিয়ে দলে দলে মানুষ ছুটছেন হাসপাতাল এবং ক্লিনিকে।

ভারতের সবচেয়ে পরিছন্ন শহর হিসেবে পরিচিত মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর। ২৪ ডিসেম্বর থেকে ইন্দোরের ভগীরথপুরার হঠাৎ করেই ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হন একের পর এক বাসিন্দা। স্বীকার করেছেন ইন্দোরের মেয়র পুষ্যমিত্র ভার্গব। স্থানীয় স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, বাড়ির জলের কল দিয়ে নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত জল পড়ছে। এর ফলেই এই সংক্রমণ ছড়িয়েছে। নিজেদের অপদার্থতা চাপা দিতে সাফাই গাইছে গেরুয়া প্রশাসন। আমজনতার ক্ষোভ সামাল দিতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এক জোনাল অফিসার এবং এক অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এক সাব-ইঞ্জিনিয়ারকে। এছাড়াও

ইন্দোর

তদন্তের জন্য তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু এই ঘটনার জন্য সরাসরি আঙুল উঠেছে মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর স্বাস্থ্য দফতরের দিকেই। এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্রায় ৬ মাস ধরে দুষিত জল নিয়ে সমস্যাটা চলছিল। সেই নিয়ে প্রশাসনকে অনেকবার জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি খারাপ হয়ে পড়ে। যার ফলে শিশু, বৃদ্ধ-সহ অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

প্রাথমিক ভাবে তদন্ত শুরু হয়েছে। সেই তদন্তে ভয়ঙ্কর সব তথ্য উঠে এসেছে। পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভগীরথপুরায় পাবলিক টয়লেটের নীচ দিয়ে গিয়েছে পানীয় জলের মূল পাইপলাইনটি। সেইখানে নাকি লিকেজ ধরা পড়েছে। ফলে নর্দমার জল এই পাইপলাইনে ঢুকে পড়ে। এছাড়া এলাকায় অনেক ভাঙা ডিস্ট্রিবিউশন লাইনও পাওয়া গিয়েছে, যার ফলে দূষিত জল বাড়িগুলোতে যাচ্ছে। কিন্তু নতুন পাইপলাইন বসানোর টেন্ডার চার মাস আগে পাশ হয়েছে। যার জন্য ২.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। সেই প্রকল্পটিও কার্যকর হয়নি। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের এই বিষয়ে সমীক্ষার জন্য বাড়ি বাড়ি পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও অনেকে অসুস্থ পড়ছেন।

বর্ষশেষে তুষারপাত গুলমার্গে। এবারের শীতে এমন চোখজুড়ানো তুষারপাতের দৃশ্য এই প্রথম। আনন্দে আত্মহারা পর্যটকরা। মঙ্গলবার থেকেই সৌন্দর্যপিপাসুদের ভিড় সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে প্রশাসন।

পেনকিলার ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা

নয়াদিল্লি : পেনকিলার নিমেসুলাইড ব্যবহারে রাশ টানল কেন্দ্র। এই ওষুধের ১০০ মিলিগ্রামের বেশি ডোজকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হল। আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে, বেশি মাত্রায় নিমেসুলাইড খেলে তা ভয়াবহ স্বাস্থ্যহানির কারণ হতে পারে। এমনকী ডেকে আনতে পারে মৃত্যুও। জ্বর বা ব্যথা-যন্ত্রণায় অনেক সময়ই এই ওষুধ প্রেসক্রাইব করে চিকিৎসকরা। কিন্তু এর মাত্রছাড়া ব্যবহার যকৃৎকে ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানানো হয়েছে।

দেশ বিদেশ

1 January, 2026 • Thursday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাদির হত্যাকারী কি এখন দুবাইয়ে? সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়ো ঘিরে এমনই প্রশ্ন। দেখা যাচ্ছে খয়েরি হুডি পরা এক যুবক নিজেকে হাদি হত্যায় অভিযুক্ত ফয়সাল বলে দাবি করছেন

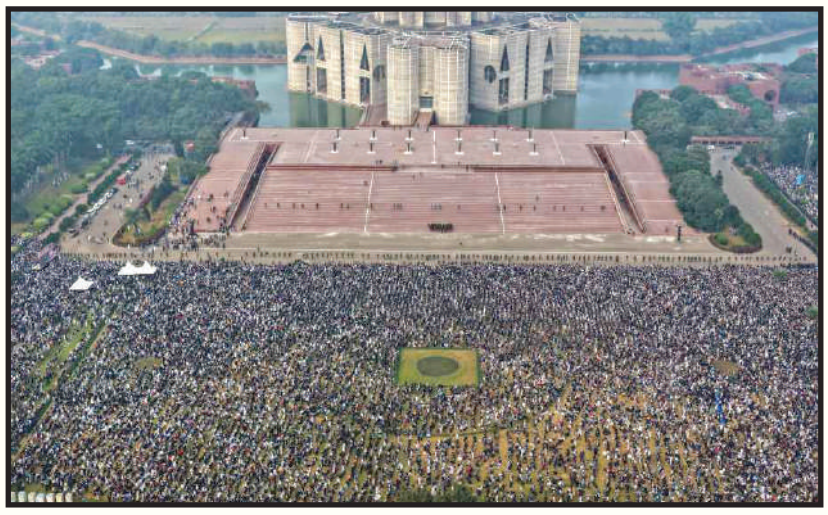

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপির শীর্ষনেত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তাঁর পুত্র তারেক রহমানের হাতে ভারতের শোকবার্তা তুলে দিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। বুধবার দুপুরে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনে তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেকের সঙ্গে দেখা করেন। এদিকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে শেষশ্রদ্ধা জানাতে বুধবার সকাল থেকেই মানুষের ঢল নামে বাংলাদেশের রাস্তায়। বিএনপি নেত্রীর মরদেহ গুলশানের বাড়ি থেকে জাতীয় পতাকায় মোড়া গাড়িতে ঢাকার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে নিয়ে যাওয়া হয়। জানাজা শেষে জিয়া উদ্যানে তাঁর স্বামী তথা বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পাশেই সমাধিস্থ করা হয় খালেদাকে।

২০২৬ বিশ্বে প্রথম বর্ষবরণ কিরিটিমাটিতে

প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ কিরিটিমাটিতে বিশ্বে প্রথম বর্ষবরণ উদযাপন।

রাজধানীর নাকের ডগায় ফরিদাবাদে চলন্ত ভ্যানে আড়াই ঘণ্টা গণধর্ষণ!

নির্যাতিতাকে রাস্তায় ফেলে দুষ্কৃতীদের চম্পট

নয়াদিল্লি: জাতীয় রাজধানী দিল্লির লাগোয়া ফরিদাবাদে এক ২৮ বছর বয়সি গৃহবধূকে চলন্ত ভ্যানে তুলে আড়াই ঘণ্টা ধরে গণধর্ষণ করে চলন্ত গাড়ি থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল দুষ্কৃতীরা। বর্ষবরণের আগে বিজেপি রাজ্য হরিয়ানার এই পৈশাচিক ঘটনা নারীসুরক্ষা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে বিরাট প্রশ্ন তুলে দিল।

মঙ্গলবার বেশি রাতে যখন ওই নির্যাতিতা মহিলা বাড়ি ফেরার জন্য যানবাহনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, ঠিক তখনই সাহায্য করার অছিলায় দুই যুবক তাঁকে ভ্যানে তুলে নেয়। গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে অভিযুক্তরা গাড়িটি গুরগাঁও রোডের দিকে ঘুরিয়ে নেয় এবং শুরু হয় এক নারকীয় তাণ্ডব। আড়াই ঘণ্টা ধরে চলা পাশবিক নির্যাতনে তরুণী গৃহবধূর প্রতিবাদ ও বাঁচার আকুতি কোনও কিছুই নরপিশাচদের টলাতে পারেনি; উল্টে তাঁকে ক্রমাগত প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। ভোররাত ৩টে নাগাদ এসজিএম নগরের রাজা চকের কাছে

নির্যাতিতাকে চলন্ত ভ্যান থেকে ছুঁড়ে ফেলে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। টানা শারীরিক নির্যাতনের পর গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মারাত্মকভাবে মুখে আঘাত পান ওই তরুণী এবং ক্ষতস্থান থেকে প্রবল রক্তক্ষরণ হতে থাকে। এই ঘটনায় কেবল শারীরিক লাঞ্ছনাই নয়, বরং ভুক্তভোগীর পারিবারিক ও মানসিক যন্ত্রণার দিকটিও বেদনাদায়ক। পারিবারিক কলহের কারণে স্বামীর থেকে আলাদা থাকা এবং তিন সন্তানের জননী ওই মহিলা ঘটনার কিছুক্ষণ আগে তাঁর দিদির সাথে কথা বলেছিলেন। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে পরিস্থিতি বীভৎস রূপ নেবে ছিল কল্পনাতীত বলে জানিয়েছেন নির্যাতিতা। গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি হাসপাতালে ভর্তি আছেন। নির্যাতিতার মুখে ১২টি সেলাই পড়েছে। বর্তমানে শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও তিনি প্রচণ্ড মানসিক ট্রমায় আক্রান্ত, যার ফলে পুলিশ এখনও তাঁর জবানবন্দি রেকর্ড করতে পারেনি। অভিযুক্ত দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অপরাধে ব্যবহৃত ভ্যানটি উদ্ধার করা গিয়েছে। এই উদ্বেগজনক ঘটনাটি জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে রাতে প্রকাশ্য রাস্তায় নারীদের নিরপত্তাহীনতার ছবিটি ফের বেআব্রু করে দিল। মহিলাদের সুরক্ষা নিয়ে প্রশাসনিক তৎপরতার সীমাবদ্ধতা কত গভীর তাও স্পষ্ট হচ্ছে বিজেপি রাজ্যগুলিতে একের পর এক এই ধরনের অপরাধে। বর্ষবরণের মুখে এই ন্যক্কারজনক ঘটনাটি ফের প্রমাণ করল, নারীদের জন্য দিল্লি এবং সংলগ্ন শহরগুলির রাজপথ আজও কতটা বিপজ্জনক এবং অপরাধীদের জন্য আইনের শাসন বলে কিছুই অবশিষ্ট নেই।

১০ প্রশ্নের জবাব নেই

(প্রথম পাতার পর) পারেননি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। পরে সন্ধ্যায় কমিশন নিজেদের অযোগ্যতা ধামাচাপা দিতে ক্ষমতার বড়াই করে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। কোনও জবাব না দিয়ে রাজ্যে এসআইআর চলাকালীন আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করার আস্ফালন দেখিয়েই ক্ষান্ত থাকে। আর জানায়, রাজ্যের বিধানসভা ভোটে বহুতল আবাসন, বস্তি এবং সোসাইটিগুলিতে পোলিং বুথের ব্যবস্থা করা হবে।

বৈঠকের পর কমিশনের বাইরে এসে নির্বাচন কমিশনকে লক্ষ্য করে অভিষেকের নিশানা, বাংলার ১ কোটি ৩৬ লক্ষ নামে অসঙ্গতি দাবি করেছে কমিশন। এদের নাকি নাম, বয়স, বাবা-মায়ের নাম, জন্মসাল ঠিক নেই। আমাদের প্রশ্ন হল, এই 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' তালিকা কেন প্রকাশ করা হয়নি? ভুল শোধরানোর জন্য নথি আপলোড করার পরেও কেন তা শোধরানো হচ্ছে না? যে ৫৮ লক্ষ লোকের নাম বাংলার খসড়া তালিকায় নেই, তার মধ্যে কতজন বাংলাদেশি এবং কতজন রোহিঙ্গা আছে? এর কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি কমিশন। তামিলনাড়ু, গুজরাত, ছত্তিশগড়, উত্তরপ্রদেশ-সহ বিভিন্ন রাজ্যে এসআইআর করা হচ্ছে। শুধু বাংলায় কেন বিশেষ অবজার্ভার দেওয়া হচ্ছে? অন্য রাজ্যে দেওয়া হচ্ছে না কেন? যাঁরা ফর্মপূরণ করেননি, তাঁদের নাম বাদ যাবে, এটা ঠিক। কিন্তু যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের নাম কীভাবে বাদ গেল? এই ভুলের মূল্য কে চোকাবে? বাংলার বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার করা হচ্ছে, বাংলাকে নিচু করে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, তার দায় কে নেবে? পরিযায়ী শ্রমিকদের ফর্ম ফিল-আপ নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে, তার উত্তর মেলেনি। বিহারে কোনও পরিযায়ী শ্রমিককে হেনস্থা করা হয়নি, বাংলায় কেন হবে? বিহারের জন্য আলাদা সুবিধে কেন? সুপ্রিম কোর্টে ভার্চুয়াল শুনানি হলে এসআইআরের ক্ষেত্রে হবে না কেন? এসআইআর শুনানিতে বিএলএ ২-রা থাকবেন না কেন? কেন কমিশন এই বিষয়ে কোনও সার্কুলার জারি করবে না? কোনও প্রশ্নেরই কোনও জবাব নেই। এ-প্রসঙ্গেই অভিষেক সাফ জানান, বিএলএ ২-দের শুনানিতে হাজির না থাকতে দেওয়া নিয়ে কোনও সার্কুলার জারি করবে না কমিশন। কারণ তাঁরা জানে পরবর্তীকালে আদালতে কমিশনের এই সার্কুলার অবৈধ বলে গণ্য হবে। এদিন কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে ফের সরব হন অভিষেক। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি জানিয়ে দেন, কেন্দ্রের লাগাতার বঞ্চনার জন্যই রাজ্য বিএলওদের ভাতা দিতে সমস্যায় পড়ছে।

রাজস্থানে ১৫০ কেজি বিস্ফোরক-সহ ধৃত ২

জয়পুর: নতুন বছর শুরুর আগেই বড় ধরনের নাশকতার ছক বিজেপি শাসিত রাজস্থানে। শেষ মুহূর্তে তা বানচাল করায় বিরাট বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে। যে ঘটনা সামনে এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, রাজস্থানের টঙ্ক জেলায় বর্ষবরণের রাতে এক বড়সড় নাশকতার ছক করেছিল দুষ্কৃতীরা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শেষ মুহূর্তে তা বানচাল করে পুলিশ। বুধবার টঙ্ক জেলা পুলিশের বিশেষ দল একটি গাড়ি থেকে প্রায় ১৫০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে এবং এই ঘটনায় জড়িত দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম সুরেন্দ্র পাটোয়া এবং সুরেন্দ্র মোচী, যারা দুজনেই বুন্দি জেলার বাসিন্দা।

টঙ্ক পুলিশের ডিএসপি মৃত্যুঞ্জয় মিশ্র জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বারোনি থানা এলাকায় একটি গাড়িকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে ইউরিয়া সারের বস্তার নিচে লুকিয়ে রাখা ১৫০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। এছাড়াও ওই গাড়ি

বর্ষবরণের রাতে নাশকতার ছক?

থেকে ২০০টি কার্তুজ এবং প্রায় ১১০০ মিটার লম্বা সেফটি ফিউজ তারের ছয়টি বান্ডিল উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশি জেরায় জানা গেছে, এই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক বুন্দি থেকে টঙ্ক এলাকায় সরবরাহের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক ও গাড়িটি ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই চালানের উৎস কী এবং ঠিক কোন উদ্দেশ্যে এগুলো নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা চলছে যে, এই বিস্ফোরকগুলো কোনো অবৈধ খনি খননের জন্য নাকি অন্য কোনো নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের পরিকল্পনা ছিল। সম্প্রতি দিল্লির লালকেল্লার কাছে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণে এই অ্যামোনিয়াম নাইট্রেটই ব্যবহার করা হয়েছিল, যাতে ১২ জন প্রাণ হারান। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই বছর শেষের মুখে রাজস্থানে এই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার হওয়ায় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

ভোট চুরির আসল পান্ডা

(প্রথম পাতার পর) চুরি ধরে ফেলেছে। অভিষেক বলেন, ভোটার তালিকায় সফটওয়্যারের মাধ্যমে যে চুরি করা হচ্ছে, তা ধরতে সব দলের প্রতি আমি আহ্বান জানাই। যদি এমন কিছু না হয়ে থাকে, তাহলে লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি তালিকা প্রকাশ করুন। আগের এসআইআর-এ 'সাসপিশাস লিস্ট' বলে কিছু ছিল না। আমি জ্ঞানেশ কুমারকে স্পষ্টভাবে বলেছিলাম— আপনারা নির্বাচনী তালিকাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছেন। ওঁকে কি তা হলে অমিত শাহ পাঠিয়েছেন, এই প্রতিষ্ঠানের গরিমা নষ্ট করতে? বাংলার এসআইআর-সংক্রান্ত মোট ১০ দফা প্রশ্ন নিয়ে এদিন দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের অফিসে ১০ জনের প্রতিনিধি দল নিয়ে যান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। ক্ষুব্ধ অভিষেক বলেন, আমরা আড়াই ঘণ্টা ছিলাম, শুধু জ্ঞানেশ কুমার কথা বলেছেন। বাকি কমিশনারদের ৩০ সেকেন্ড কথা বলতে দিয়েছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এদিন কমিশন দফতরে যান সাংসদ ও রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন, সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতাবালা ঠাকুর, সাকেত গোখেল, নাদিমুল হক, মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও মানস ভুঁইয়া।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইছামতীর তীরে অবস্থিত ছোট্ট শহর টাকি। জমজমাট পিকনিক স্পট। নদীতে নৌকা-ভ্রমণ অফুরান আনন্দ দেবে। ছুটির দিনে সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন

নতুন বছরে পিকনিক

আজ পা রাখল ইংরেজি নতুন বছর। ২০২৬-এর শুরুটা স্মরণীয় এবং উপভোগ্য করে রাখতে অনেকেই মেতে উঠতে চাইছেন পিকনিকে। জমিয়ে খাওয়াদাওয়া। সেইসঙ্গে আড্ডা, নাচগান, খেলাধুলা, বেড়ানো। তাঁদের জন্য কলকাতার কাছাকাছি একডজন পিকনিক স্পটের সন্ধান দিলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

বাদু

কলকাতা থেকে বাদুর দূরত্ব মেরেকেটে ৩৫ কিলোমিটারের মতো। যেতে হয় মধ্যমগ্রাম দিয়ে। এখানে রয়েছে বেশকিছু পিকনিক স্পট। বড় দলের পিকনিকের জন্য আগে থেকে বুকিং করে নেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ আকর্ষণ মাকড়সা বাগান বা স্পাইডার গার্ডেন। বিশাল পুকুর, বড় আমগাছ এবং পুকুরের পাশে পুরনো ভবন পরিবেশকে অনন্য করে তোলে।

অশোকনগর

বনগাঁ লাইনের অশোকনগরে রয়েছে বেশকিছু পিকনিক স্পট। তার মধ্যে অন্যতম সানহাটি পার্ক। ট্রেন বা ব্যক্তিগত গাড়িতে সহজে যাওয়া যায়। ছোটদের সঙ্গে পিকনিকের উপযুক্ত জায়গা। এখানে বিভিন্ন রাইডের সুবিধা রয়েছে। সারাদিনের জন্য স্পটটি আগে থেকে বুক করা যায়। কাছাকাছি হাবড়ায় বিজ্ঞান পার্কেও ভ্রমণ করা যায়।

বারাকপুর

কলকাতা থেকে মাত্র ৩৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত উত্তর ২৪ পরগনার বারাকপুর। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে হুগলি নদী। নদীর তীরে রয়েছে বেশকিছু পিকনিক স্পট। বিভিন্ন পার্ক, বাগানের পাশাপাশি ঘুরে দেখা যায় মঙ্গল পাণ্ডে পার্ক, গান্ধী মিউজিয়ামের মতো ঐতিহাসিক জায়গা।

চুঁচুড়া

হাওড়া থেকে ট্রেনে বা জলপথে যেতে পারেন হুগলি নদীর তীরের চুঁচুড়া শহরে। নানা ধরনের পার্ক, বাগান থেকে শুরু করে নদীর পাড় সবকিছুই রয়েছে। নিজের পছন্দের পিকনিক স্পট বেছে নিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায় একটা মনোরম দিন। এখানকার কিছু জনপ্রিয় পিকনিক স্পট হল, চুঁচুড়া স্ট্যান্ড, চুঁচুড়া কুঠি বাড়ি, ডাচ গার্ডেন। এছাড়া ঘুরে দেখা যায় এখানকার বিভিন্ন ঐতিহাসিক জায়গা। ডাচ সেমেট্রি, ব্যান্ডেল চার্চ, হুগলি ইমামবাড়া, পর্তুগিজ চার্চ-সহ আরও অনেক কিছু।

বাওয়ালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাওয়ালি। কলকাতা থেকে মাত্র ৩৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি শান্ত পিকনিক স্পট। ঘন গাছপালা এবং মনোরম জলাশয়ে পরিপূর্ণ। ৪০০ বছরের পুরনো রাজবাড়ির পাশাপাশি আছে অনেক কিছু দেখার মতো জায়গা। রাতে এই অঞ্চলের আকাশ ঝলমলে হয়ে ওঠে হাজার তারার আলোয়। ধাঁধিয়ে যাবে চোখ।

বাবুর হাট

খোলামেলা জায়গায় পরিবার, বন্ধুবান্ধব নিয়ে পিকনিক করতে চাইলে বাবুর হাট হতে পারে আদর্শ জায়গা। কলকাতা থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই ছোট্ট গ্রামকে ঘিরে রয়েছে ঘন সবুজের ছায়া। আছে প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি লেক। মন ভাল করে দেবে ধানখেত, সারি সারি সবজির বাগান। দূষণমুক্ত বাতাসে শ্বাস নেওয়া যাবে প্রাণ ভরে।

মেঠো গাঁও

কলকাতার কাছাকাছি মধ্যমগ্রামে অবস্থিত একটি কম পরিচিত জায়গা মেঠো গাঁও। এখানে বুকিং করে একটি স্পটে পরিবারের সঙ্গে জমিয়ে পিকনিক করা যায়। অনুমতি নিয়ে ধানখেতের মাঝে সময় কাটানো, সবুজ সবজি তোলা এবং তা ব্যবহার করে পিকনিকের খাবার তৈরি করা যায়।

মাছরাঙা দ্বীপ

হাসনাবাদ বা টাকি থেকে নৌকা করে যেতে হবে মাছরাঙা দ্বীপে। যেদিকে চোখ যাবে, সেদিকেই শুধু জল আর জল। মাঝে রয়েছে ঘন জঙ্গল আর বিভিন্ন পাখির আনাগোনা। পশ্চিমবঙ্গের বুকে এমন সুন্দর বিচে বসে পিকনিক করা গেলে কিন্তু মন্দ হবে না। কলকাতা থেকে ১১৩ কিলোমিটার দূরে এই দ্বীপের কথা এখনও অনেকের অজানা।

ফলতা

কলকাতা থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে হুগলি নদীর তীরে অবস্থিত ফলতা। এখানে রয়েছে সুন্দর পিকনিক স্পট। নদীর তীরে বসে সময় কাটানো যায়। নানান মজাদার অ্যাক্টিভিটি, খাওয়া-দাওয়ার পাশাপাশি এখানে রয়েছে আগুন জ্বালিয়ে বনফায়ারের সুযোগ। এমনকী র‍্যাপেলিং, রক ক্লাইম্বিং, ট্রেকিং সবই করা যায়।

পিয়ালি আইল্যান্ড

বন্ধু বা পরিবার নিয়ে পিকনিক করতে যাওয়ার অন্যতম পছন্দের জায়গা পিয়ালি আইল্যান্ড। কলকাতা থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছোট্ট এই দ্বীপ। ঘন জঙ্গল, সবুজ প্রকৃতি, সামনে পিয়ালি নদী আর মাথার উপর খোলা আকাশ। আদর্শ জায়গা হতে পারে নতুন বছরের পিকনিকের জন্য। করা যায় ফিশিং, রিভার র‍্যাফটিং এবং বোটিংও। অনেকেই এখানে পরিযায়ী পাখিদের দেখার জন্যেও আসেন। পাখির ছবি তোলেন।

দেউলটি

কলকাতা থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থিত একটি মনোমুগ্ধকর গ্রাম বাগনানের দেউলটি। পাখির কিচিরমিচির, সবুজের সমারোহ, নদীর অপূর্ব দৃশ্য ছড়িয়ে দেবে মুগ্ধতা। কাছেই অবস্থিত পানিত্রাস সামতাবেড়। এখানে রয়েছে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি। এই বাড়িতে এখনও তাঁর পুরনো আসবাবপত্র ইত্যাদি রয়েছে। বাড়ির পাশে নদীর তীরেও করা যায় পিকনিক।

গাদিয়াড়া

কলকাতার ধোঁয়া আর আওয়াজ থেকে দূরে নির্জন গাদিয়াড়া হতে পারে বছর শুরুর আদর্শ পিকনিক স্পট। কলকাতা থেকে মাত্র ৮০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হাওড়া জেলায় অবস্থিত। হুগলি নদী আর রূপনারায়ণ নদের সংযোগস্থলে এই পিকনিক স্পটে শীতের সকালে পা রাখলেই মন ভাল হয়ে যাবে। চারদিক ছবির মতো সুন্দর।

বাদু

ফলতা

বাবুর হাট

গাদিয়াড়া

৫৯ বছর বয়সে নতুন ক্লাবে সই বিশ্বের প্রবীণতম পেশাদার ফুটবলার কাজুওশি মিউরার

গোল করেও সমালোচিত রোনাল্ডো

গোলের পর রোনাল্ডোর উৎসব। গ্যালারিতে তখন বিদ্রুপের রব।

রিয়াধ, ৩১ ডিসেম্বর : সৌদি প্রো লিগে টানা ১০ ম্যাচ জেতা আল নাসেরের স্বপ্নের দৌড় থামিয়ে দিল আল ইত্তেফাক। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ফের গোল করলেও, ম্যাচটা ২-২ ড্র করেছে আল নাসের। যদিও ১১ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে সৌদি লিগের শীর্ষে থেকেই বছর শেষ করছে তারা।

তবে বছরের শেষ ম্যাচেও গোল করার অভ্যাস বজায় রাখলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। এদিনের গোলের পর, পর্তুগিজ মহাতারকার কেরিয়ার গোলের সংখ্যা বেড়ে হল ৯৫৭! হাজার গোলের লক্ষ্যপূরণে বাকি আর মাত্র ৪৩টি। শুধু তাই নয়, ৩০ বছরের পর সবথেকে বেশি গোল (৪৯৪টি) করার রেকর্ড এখন রোনাল্ডোর দখলে। তিনি টপকে গেলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ফুটবলার রুনি রুকের নজির (৪৯৩ গোল)।

তবে এমন দিনেও বিদ্রুপ এবং সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে রোনাল্ডোকে। ম্যাচের ১৬ মিনিটে পিছিয়ে পড়েছিল আল নাসের। আল ইত্তেফাকের হয়ে গোল করেন জর্জিনিও উইনালদাম। যদিও দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই জোয়াও ফেলিক্সের গোলে ১-১ করে দিয়েছিল আল নাসের। ৬৭ মিনিটে রোনাল্ডোর গোলটা অবশ্য ফাঁকতালে পাওয়া। ফেলিক্সের শট রোনাল্ডোর পিঠে লেগে দিক পরিবর্তন করে জালে জড়িয়ে যায়। রেফারি রোনাল্ডোর নামেই গোল দেন। এই গোলের পর রোনাল্ডো যখন সিউ সেলিব্রেশন করছেন, তখন গ্যালারির একটা অংশ থেকে বিদ্রুপ করা হয় তাঁকে। যে গোল তিনি ফাঁকতালে পেয়েছেন, তা নিয়ে পর্তুগিজ মহাতারকার উচ্ছ্বাস মেনে নিতে পারেননি বহু ফুটবলপ্রেমী। তাঁকে স্বার্থপর বলে সোশ্যাল মিডিয়াতে তোপ দেগেছেন অনেকেই।

যদিও এই লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেননি রোনাল্ডোরা। ৮০ মিনিটে জর্জিনিওর দ্বিতীয় গোলে ২-২ করে ফেলে আল ইত্তেফাক। ম্যাচের পর সোশ্যাল মিডিয়াতে নতুন বছরের জন্য সতীর্থদের উদ্দেশ্যে লিগ জয়ের বার্তা দিয়েছেন রোনাল্ডো। তিনি লিখেছেন, আমরা সঠিক পথেই এগোচ্ছি। সবাই জানি, ২০২৬ সালে আমাদের কী করতে হবে।

মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত ড্যামিয়েন মার্টিন কোমায়

কুইন্সল্যান্ড, ৩১ ডিসেম্বর : গুরুতর অসুস্থ ড্যামিয়েন মার্টিন। গত ২৬ ডিসেম্বর মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত হয়ে কুইন্সল্যান্ডের একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৬৭টি টেস্ট এবং ২০৮টি ওয়ান ডে খেলা ক্রিকেট তারকা। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে। কোমায় চলে গিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী অস্ট্রেলীয় ব্যাটার। চিকিৎসকেরা আপ্রাণ চেষ্টা চালালেও, মার্টিনের অবস্থা সংকটজনক।

ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকঘটিত রোগগুলির মধ্যে মেনিনজাইটিস সবথেকে মারাত্মক। এই রোগে আক্রান্ত হলে তীব্র মাথাব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা, বমি বমি ভাব এবং বিভ্রান্তির সমস্যা দেখা দেয়। মার্টিনের দীর্ঘদিনের বন্ধু তথা আরেক প্রাক্তন অস্ট্রেলীয় তারকা অ্যাডাম গিলক্রিস্ট জানিয়েছেন, কঠিন পরিস্থিতিতে মার্টিনের স্ত্রী আমান্ডা ও তাদের পরিবারের পাশে আমরা রয়েছি। চিকিৎসকেরাও চেষ্টা করছেন আপ্রাণ। সবার শুভেচ্ছা কামনা করি।

অবসরের পর এভাবেই ছুটির মেজাজে দিন কাটছিল মার্টিনের।

আরেক প্রাক্তন অজি তারকা ড্যারেন লেম্যান বলেছেন, মার্টিন লড়াকু যোদ্ধা। আমি নিশ্চিত, ও সুস্থ হয়ে ফিরবেই। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফ থেকেও পাশে থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে। মার্টিনের চিকিৎসায় সব ধরনের সাহায্য করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে। ১৪ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৬৭ টেস্টে ৪৪০৬ রান করেছেন মার্টিন। ২০৮টি ওয়ান ডে ম্যাচে করেছেন ৫৩৪৬ রান। ৫৪ বছর বয়সি অস্ট্রেলীয় ব্যাটারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৮টি সেঞ্চুরি রয়েছে। ২০০৬ সালে ক্রিকেট থেকে অবসরের পর ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় মাঝে-মধ্যে দেখা যেত তাঁকে।

কার্লোসের অস্ত্রোপচার

রিও ডি জেনেইরো, ৩১ ডিসেম্বর : হৃদযন্ত্রে গুরুতর সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি কিংবদন্তি রবার্তো কার্লোস। বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিলীয় ফুটবলার তারকার ইতিমধ্যেই অস্ত্রোপচার হয়েছে। স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে ব্রাজিলের বাড়িতেই ছুটি কাটাচ্ছিলেন ৫২ বছর বয়সি কার্লোস। তার মধ্যেই হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা প্রাথমিক পরীক্ষার পর, দ্রুত হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। শুরুতে মনে করা হয়েছিল, মিনিট চল্লিশের মধ্যেই অস্ত্রোপচার হয়ে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলে অস্ত্রোপচারের প্রক্রিয়া। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। প্রাক্তন ফুটবল তারকার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। আপাতত ৪৮ ঘণ্টা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। ভক্তদের আশ্বস্ত করে হাসপাতাল থেকে একটি ছোট ভিডিও বার্তাও দিয়েছেন ২০০২ বিশ্বকাপজয়ী কার্লোস।

রিংয়ে জোশুয়ার ফেরা নিয়েই প্রশ্ন

দুই ট্রেনার মারা গেলেও বেঁচে গিয়েছেন জোশুয়া (মাঝখানে)।

লাগোস, ৩১ ডিসেম্বর : গাড়ি দুর্ঘটনায় দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ট্রেনারকে হারানোর পর অ্যান্টনি জোশুয়া হয়তো আর রিংয়েই ফিরবেন না। তাঁর বক্সিংয়ের খিদেটাই হয়তো মরে যাবে। টাইসন ফিউরির প্রোমোটার ফ্র্যাঙ্ক ওয়ারেন এমনই মনে করেন। নাইজেরিয়ার মাকুনে জোশুয়ার গাড়ি একটি স্টেশনারি ট্রাকে ধাক্কা মারায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এঁরা হলেন তাঁর বন্ধু তথা ট্রেনার। ঘটনার কিছু আগেও জোশুয়াকে এদের সঙ্গে টেবল টেনিস খেলতে দেখা গিয়েছে। যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। উইকেন্ড ব্রেকে পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে নাইজেরিয়া গিয়েছিলেন জোশুয়া। তবে তিনি গাড়ির পিছনে বসায় বেঁচে গিয়েছেন। ২০২৬-এ ফিরির সঙ্গে লড়ার কথা ছিল জোশুয়ার। কিন্তু এই ঘটনার পর তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে লড়াইয়ের জায়গায় থাকবেন কিনা সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। কিন্তু তিনি আশা করেন জোশুয়া সবকিছু পিছনে ফেলে আবার রিংয়ে ফিরবেন। এখন তিনি মার্চে ফিউরির সঙ্গে লড়তে পারবেন কিনা সেটাই হল বড় প্রশ্ন। সম্প্রতি জোশুয়া ইউটিউবার তথা বক্সার জ্যাক পলকে হারিয়েছেন। এক প্রত্যক্ষদর্শী গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি তখন বুঝতে পারেননি যে গাড়ির ভিতরে দুবারের হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন জোশুয়া রয়েছেন। তিনি পরে আরও একটি পোস্টে জোশুয়ার আরোগ্য কামনা করেছেন। যন্ত্রণাকাতর জোশুয়াকে অবশ্য গাড়ি থেকে নেমে অ্যাম্বুলেন্সে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু তাঁর চোট নিয়ে খুব বেশি জানা যায়নি।

একই ম্যাচে ৩ গোলকিপার!

রাবাট, ৩১ ডিসেম্বর : এক ম্যাচে তিন গোলকিপার! অভূতপূর্ব এই ঘটনা ঘটেছে চলতি আফ্রিকা কাপ অফ নেশনসে নাইজেরিয়া বনাম উগান্ডা ম্যাচে। তিনজন গোলকিপারকেই মাঠে নামাতে বাধ্য হয় উগান্ডা। আগেই শেষ ষোলো নিশ্চিত করে ফেলা নাইজেরিয়া ম্যাচ জিতেছে ৩-১ গোলে। উগান্ডার হয়ে খেলা শুরু করেছিলেন তাদের একনম্বর গোলকিপার ডেনিস ওনিয়াঙ্গো। কিন্তু গোড়ালিতে চোট পেয়ে বিরতির পর আর তিনি মাঠে নামতে পারেননি। তাঁর পরিবর্তে মাঠে নামেন দ্বিতীয় গোলকিপার জামাল সালিম। কিন্তু তিনি কিছুক্ষণ পরেই নাইজেরিয়ার ভিক্টর ওসিমেনের শট বক্সের বাইরে হাত দিয়ে আটকে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন। ফলে বাধ্য হলেই তৃতীয় গোলকিপার নাফিয়ান আলিয়োঞ্জিকে মাঠে নামান উগান্ডার কোচ। এদিকে, তিউনিশিয়ার সঙ্গে ১-১ ড্র করে প্রথমবার আফ্রিকা কাপ অফ নেশনসের শেষ ষোলোয় উঠেছে তানজানিয়া। নকআউটের টিকিট পেয়ে গিয়েছে তিউনিশিয়াও। টুর্নামেন্টের অন্য একটি ম্যাচে বেনিনকে ৩-০ গোলে হারিয়ে সেনেগালও পৌঁছে গিয়েছে প্রি-কোয়ার্টার্স ফাইনালে।

শীর্ষে থেকেই বছর শেষ আর্সেনালের

উচ্ছ্বাস গ্যাব্রিয়েলের।

লন্ডন, ৩১ ডিসেম্বর : সব টুর্নামেন্ট মিলিয়ে টানা ১১ ম্যাচ জিতে আকাশে উড়ছিল অ্যাস্টন ভিলা। যদিও সেই বিজয়রথ থামিয়ে দিল আর্সেনাল। বছরের শেষ ম্যাচে অ্যাস্টন ভিলাকে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করে, প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষে থেকেই নতুন বছর মাঠে নামবে মিকেল আর্তেতার দল। ১৯ ম্যাচে আর্সেনালের পয়েন্ট হল ৪৫। এক ম্যাচ কম খেলে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। এদিকে, হারের পর, ১৯ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানেই আটকে রইল অ্যাস্টন ভিলা।

প্রথমার্ধে কোনও দলই গোল করতে পারেনি। তবে দ্বিতীয়ার্ধে হল পাঁচ-পাঁচটি গোল। ৪৮ মিনিটে গ্যাব্রিয়েল মাগালাইসের গোলে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। ৫২ মিনিটে ২-০ করেন মার্টিন জুবিমেন্ডি। ৬৯ মিনিটে লিয়ান্দ্রো তোসার গোলে ৩-০। ৭৭ মিনিটে পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নেমেই আর্সেনালের চতুর্থ গোলটি করেন গ্যাব্রিয়েল জেসুস। সংযুক্ত সময়ে অ্যাস্টন ভিলার হয়ে সান্ত্বনাসূচক গোলটি করেন ওলি ওয়াটকিন্স। এদিকে, প্রিমিয়ার লিগের অন্য একটি ম্যাচে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ১-১ ড্র করেছে উলভসের বিরুদ্ধে। ২৭ মিনিটে জোশুয়া জিরকজির গোলে এগিয়ে গিয়েছিল ম্যান ইউ। কিন্তু প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে লাদিস্লাভ ক্রেজসির গোলে ১-১ করে দেয় উলভস। আরেকটি ম্যাচে চেলসি ২-২ ড্র করেছে বোর্নমাউথের বিরুদ্ধে। ম্যান ইউ এবং চেলসি দু'দলই ১৯ ম্যাচ খেলে ৩০ পয়েন্ট পেয়েছে। তবে গোল পার্থক্যে এগিয়ে থাকার সুবাদে চেলসি পাঁচে ও ম্যান ইউ ছয় নম্বরে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

৮ বছর কোমায় থাকার পর মারা গেলেন শ্রীলঙ্কা যুব দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার আকশু ফার্নান্ডো

মাঠে ময়দানে

1 January, 2026 • Thursday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার

বার্ষিক ক্রীড়া

প্রতিবেদন : উত্তর ২৪ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ আয়োজিত জেলার সকল প্রাথমিক, নিম্ন বুনিয়াদি, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রী ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু-সহ ৪১তম জেলা পর্যায়ের বার্ষিক বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বারাসাত কাছারি ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। এছাড়া ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, মদন মিত্র, নির্মল ঘোষ, সুনীল মুখোপাধ্যায়, মানস পাল, দেবব্রত সরকার প্রমুখ।

ইনিংসে জয়

প্রতিবেদন : অনূর্ধ্ব ১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে মণিপুরের বিরুদ্ধে বড় জয় পেল বাংলা। বুধবার মণিপুরের দ্বিতীয় ইনিংস ১২৩ রানে গুটিয়ে দিয়ে ইনিংস ও ২৩৯ রানের বিশাল ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিল বাংলা। প্রসঙ্গত, ৬ উইকেটে ৪৫২ রানে নিজেদের প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করেছিল বাংলা। জবাবে মণিপুরের প্রথম ইনিংস গুটিয়ে যায় মাত্র ৯০ রানে। এরপর দ্বিতীয় ইনিংস গতকাল দিনের শেষে ৭ উইকেটে ৯২ রান তুলেছিল মণিপুর। কৌশিক বাউড়ি ও ত্রিপর্ণ সামন্ত ৩টি করে উইকেট নেয়।

সিএলটি টিটি

প্রতিবেদন : শেষ হল ইন্ডিয়ান অয়েল মন্তেসরি টেবল টেনিস প্রশিক্ষণ শিবির। সিএলটি অডিটোরিয়ামে এই টেবল টেনিস প্রশিক্ষণ শিবিরে ৪ থেকে ৮ বছর বয়সী মোট ৫০ জন শিক্ষার্থী এই শিবিরে অংশ নিয়েছে। এদের মধ্যে ১৬ জন বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থী। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বুলা চৌধুরী, কিশলয় বসাকদের মতো বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদেরা।

পেস-ত্রয়ীর দাপটে বড় জয় ঈশ্বরণদের

প্রতিবেদন : ওয়ান ডে ম্যাচের ফয়সালা মাত্র ৩ ঘণ্টাতেই! বিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচে জম্মু ও কাশ্মীরকে মাত্র ৬৩ রানে গুটিয়ে দিয়ে ৯ উইকেটে ম্যাচ জিতে বছর শেষ করল বাংলা। সৌজন্যে বাংলার পেস ত্রয়ী মহম্মদ শামি, মুকেশ কুমার ও আকাশ দীপ। মুকেশ ও আকাশের ঝুলিতে চারটি করে উইকেট।

৪টি করে উইকেট আকাশ ও মুকেশের।

বড় জয়ে নেট রান রেটও বাড়িয়ে নিল লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। তৃতীয় জয় তুলে নিয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে তৃতীয় স্থানে উঠে এল বঙ্গ ব্রিগেড। গ্রুপ থেকে সেরা দুই দল কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে। মহম্মদ শামিদের বাকি তিন প্রতিপক্ষ অসম, হায়দরাবাদ এবং উত্তরপ্রদেশ।

রাজকোটের সানোসারা গ্রাউন্ড ব্যাটারদের স্বর্গরাজ্য বলেই পরিচিত। কিন্তু বাংলার পেসাররা পরিসংখ্যান বদলে দিলেন। টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন বাংলার অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। বোলাররা তার মর্যাদা দেন। প্রথম ওভারের দ্বিতীয় বলেই জম্মু ও কাশ্মীরের ওপেনার কামরান ইকবালকে ফিরিয়ে দেন শামি। এরপর কাশ্মীরি ব্যাটারদের আসা-যাওয়া চলতে থাকল। শামি, মুকেশদের দাপটে জম্মু ও কাশ্মীরের মাত্র দু'জন ব্যাটার দু'অঙ্কের ঘরে পৌঁছেছেন। তাঁরা হলেন শুভম খাজুরিয়া (১২) ও অধিনায়ক পরস ডোগরা (১৯)। চণ্ডীগড় ম্যাচে পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন মুকেশ। এদিনও তিনি ছিলেন বিধ্বংসী। তাঁর বোলিং পরিসংখ্যান ৬-০-১৬-৪। এদিনও ম্যাচের সেরা হলেন মুকেশ। যোগ্য সঙ্গত করেন আকাশ দীপ (৪-৩২)। বাকি ২ উইকেট শামির। স্পিনার রোহিত দাসের এদিন অভিষেক হলেও বল করার সুযোগ পাননি। জবাবে অভিমন্যুর উইকেট হারিয়ে মাত্র ৫৭ বলেই জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ৬৪ রান তুলে দেয় বাংলা।

সরফরাজ ১৫৭, দুরন্ত ঋতুরাজও

জয়পুর, ৩১ ডিসেম্বর : রঞ্জি ট্রফিতে নিয়মিত রান করলেও কেন সরফরাজ খানকে ভারতীয় টেস্ট দলে সুযোগ দেওয়া হয় না, তা নিয়ে নির্বাচকদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে। এবার ৫০ ওভারের ফরম্যাটেও ব্যাটিং তাণ্ডবে নির্বাচকদের বার্তা সরফরাজের। বুধবার জয়পুরে বিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচে গোয়ার বিরুদ্ধে মাত্র ৭৫ বলে ১৫৭ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেন তিনি। সরফরাজের বিধ্বংসী ইনিংসের সুবাদেই প্রথমে ব্যাট করে ৪৪৮ রান করে মুম্বই।

সেঞ্চুরির পর সরফরাজ। বুধবার।

সহজেই ম্যাচ জেতে তারা। সরফরাজের ইনিংসে রয়েছে ৯টি চার ও ১৪টি ছক্কা। মাত্র ৫৬ বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। এরপর ২১ বলে আসে বাকি ৫৭ রান। এদিন সবার নজর ছিল সুস্থ হয়ে ফেরা ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালের দিকে। তরুণ ব্যাটার করেন ৪৬ রান। তবে সরফরাজের ইনিংস প্রচারের সব আলো কেড়ে নেয়।

এদিন মহারাষ্ট্রের হয়ে অনবদ্য শতরান করেছেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ও (১২৪ অপরাজিত)। বুঝিয়ে দিয়েছেন, আসন্ন নিউজিল্যান্ড সিরিজে তাঁকে দলের বাইরে রাখা যাবে না। সেঞ্চুরি করেছেন কর্নাটকের দুই ব্যাটার মায়াঙ্ক আগরওয়াল (১৩২) এবং দেবদত্ত পাড়িক্কল (১১৩)। ৬৭ রানে পুদুচেরিকে হারাল কর্নাটক।

আজই জানাতে হবে ক্লাবগুলির অবস্থান

প্রতিবেদন : ঘরে-বাইরে প্রবল চাপে থাকা সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন আইএসএল নিয়ে জটিলতা কাটাতে তৎপর। নতুন বছর শুরু। আশার আলো জাগিয়ে পুরনো বছরের শেষ দিন ক্লাবগুলিকে চিঠি দিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে, তারা আইএসএলে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে চূড়ান্ত সম্মতি দিতে চায় কি না! ক্লাবগুলিকে তাদের সিদ্ধান্ত জানাতে হবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে। আজ নববর্ষের প্রথম দিন আইএসএলে ক্লাবগুলির অংশগ্রহণ নিয়ে সিদ্ধান্ত জানানোর চূড়ান্ত সময়সীমা। একইসঙ্গে মার্কেটিং পার্টনারের খোঁজে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে টেন্ডার ডাকতে চায় ফেডারেশন। ২০ বছরের দীর্ঘমেয়াদি মডেলেই দরপত্র আহ্বান করা হতে পারে। সেখানে এফএসডিএলের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা প্রবল। এটাই এখন একমাত্র আশা।

ক্লাবগুলির সিইওদের কাছে পাঠানো চিঠিতে ফেডারেশনের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারায়ন লিখেছেন, লিগে অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা দিতে হবে। তবেই এএফসি-কে জানানো সম্ভব হবে ঠিক কতগুলি ম্যাচের লিগ হওয়া সম্ভব। ২ জানুয়ারির মধ্যে ক্রীড়ামন্ত্রকের কাছে প্রস্তাবিত লিগের তথ্য জমা দিতে হবে। ৫ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট খোলার পর পরবর্তী পদক্ষেপ।

ভারতীয় ফুটবল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ জেমসের

লন্ডন, ৩১ ডিসেম্বর : ভারতীয় ফুটবল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন গোলরক্ষক ডেভিড জেমস। ২০২৫-এর আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তাকে তিনি বড় সঙ্কট বলে বর্ণনা করেছেন। প্রথম আইএসএলে জেমস শুধু কেরালা ব্লাস্টার্সের মার্কি প্লেয়ার ছিলেন না, টুর্নামেন্টের অন্যতম সেরা আকর্ষণও ছিলেন। জেমস আইএসএলের ২০১৪ মরশুমকে যেমন 'দ্য বিগ ব্যাং' বলেছেন, তেমনই ২০২৫-এর টুর্নামেন্ট শুরু হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তাকে 'দ্য বিগ ক্রাঞ্চ' বলে অভিহিত করেছেন। কেরালের হয়ে খেলার সুবাদে ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে মানসিকভাবে জড়িয়ে গিয়েছেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড গোলরক্ষক। তিনি লিখেছেন ছোটদের মানসিক, শারীরিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য খেলাধুলোয় অংশ নিতেই হবে। এজন্য দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকাঠামোর প্রয়োজন। তাঁর আশা, ভারতীয় ফুটবল দিনের শেষে ভাল জায়গাতেই থাকবে।

কুৎসার জবাব শ্রাচীর প্রথম জয় বর্ধমানের

প্রতিবেদন : ভারতীয় ফুটবলের সংকটের সময়ে আশার আলো দেখাচ্ছে বেঙ্গল সুপার লিগ। বাংলার প্রতিভাবান ভূমিপুত্র তুলে আনার লক্ষ্যে শ্রাচী স্পোর্টসের উদ্যোগে শুরু হয়েছে বিএসএল। সাফল্যের সঙ্গে চলা জেলাভিত্তিক ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ম্যাচের সেরা চিজোবা।

আইএফএ-র অন্যতম সহ-সভাপতি হয়েও সাদার্ন সমিতির কর্তা সৌরভ পালের নিশানায় বিএসএল। অথচ এই লিগ নিয়ে শ্রাচীর উদ্যোগের শরিক আইএফএ-ও। বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থায় এখন কোণঠাসা সাদার্ন কর্তা। দিন তিনেক আগে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে বেঙ্গল সুপার লিগে বেটিংয়ের অভিযোগ করেন সৌরভ। বিএসএলের সঙ্গে যুক্ত একটি স্পনসরের নাম উল্লেখ করে লিগে গড়াপেটার অভিযোগ আনেন তিনি। কিন্তু কোনও ম্যাচে গড়াপেটা হয়েছে কি না, সেই সম্পর্কে তথ্য দিতে পারেননি সাদার্ন কর্তা।

কড়া জবাব দিয়েছেন শ্রাচী স্পোর্টসের চেয়ারপার্সন তমাল ঘোষাল। তিনি বলেন, যিনি এই কুৎসা করছেন, তাঁর নাম আমি নেব না। সবাই দেখতে পাচ্ছে বিএসএল কীভাবে বাংলায় ফুটবলের উন্নয়নে কাজ করছে। কলকাতা লিগ ছাড়া আর কোথাও বাংলার ভূমিপুত্রদের খেলার সুযোগ ছিল না। কিন্তু এই ফুটবলাররা খেপের মাঠে হারিয়ে না গিয়ে নতুন লিগে (বিএসএল) খেলার সুযোগ পাচ্ছে। যে স্পনসরের নাম করে বেটিংয়ের অভিযোগ আনা হচ্ছে, সেই একই সংস্থা কেরল লিগ, হকি ইন্ডিয়া লিগ, বিপিএলেরও স্পনসর। আমরা আইন মেনে কাজ করি। অপপ্রচার করে লাভ হবে না। এদিকে, বুধবার বিএসএলে প্রথম জয় পেল বর্ধমান ব্লাস্টার্স। পয়েন্ট টেবলে তৃতীয় স্থানে থাকা হোসে রামিরেজ ব্যারেটোর প্রশিক্ষণাধীন হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সকে হারাল বর্ধমান। বোলপুরে ব্যারেটোর দলকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে বর্ধমান। চিজোবা ক্রিস্টোফার জোড়া গোল করে জয়ের নায়ক।

সন্তোষে সহজ গ্রুপে বাংলা

২১ জানুয়ারি থেকে অসমে মূলপর্ব

প্রতিবেদন : সন্তোষ ট্রফির মূলপর্বের গ্রুপ বিন্যাস হয়ে গেল বুধবার। গতবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলা এবার সরাসরি মূলপর্বে খেলবে। আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল, সন্তোষের মূলপর্ব অনুষ্ঠিত হবে অসমেই। বাংলা ম্যাচগুলি খেলবে ডিব্রুগড়ে। এদিন ড্রয়ে জানা গেল বাংলার প্রতিপক্ষ। তুলনামূলকভাবে সহজ গ্রুপে রয়েছে সঞ্জয় সেনের দল। এবার খেতাব ধরে রাখার পরীক্ষা বাংলার সামনে। ১২ দল নিয়ে হবে ৭৯তম সন্তোষ ট্রফির মূলপর্ব। দলগুলিকে দুটো গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ 'এ'-তে বাংলার সঙ্গে রয়েছে তামিলনাড়ু, উত্তরাখণ্ড, নাগাল্যান্ড, রাজস্থান এবং আয়োজক অসম। গ্রুপ 'বি'-তে রয়েছে গতবারের রানার্স কেরল, সার্ভিসেস, পাঞ্জাব, ওড়িশা, রেলওয়ে এবং মেঘালয়। ২১ জানুয়ারি নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করছে বাংলা।

১৬
১ জানুয়ারি ২০২৬
বৃহস্পতিবার

মাঠে ময়দানে

1 January, 2026 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দেশের সর্ববৃহৎ ক্রিকেট স্টেডিয়াম হবে অন্ধ্রপ্রদেশের অমরাবতীতে। লোক ধরবে ১,৩২,০০০ হাজার

টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে দশে শুভমন

মোহালিতে দুই খুদের সঙ্গে শুভমন।

দুবাই, ৩১ ডিসেম্বর : আইসিসি ব্যাটিং র‍্যা ঙ্কিংয়ে প্রথম দশে উঠে এলেন শুভমন গিল। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে চোট পাওয়ার পর র‍্যা ঙ্কিংয়ে নেমে গিয়েছিলেন। ব্যাটিং তালিকায় ভারতীয়দের মধ্যে সবার আগে রয়েছেন শুভমন। তাঁর পিছনে আছেন যশস্বী জয়সোয়াল। টেস্ট বোলারদের র‍্যা ঙ্কিংয়ে ৮৭৯ পয়েন্ট নিয়ে যথারীতি সবার প্রথমে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরা। তবে অ্যাসেজের প্রথম চার টেস্টে ২৮টি উইকেট নিয়ে র‍্যা ঙ্কিংয়ে তাঁর কাছাকাছি উঠে এসেছেন মিচেল স্টার্ক। তিনি বুমরার থেকে ২৬ পয়েন্ট পিছনে রয়েছেন। অ্যাসেজের পঞ্চম টেস্টে স্টার্ক আবার উইকেট নিলে চাপে পড়তে পারেন বুমরা।

নিউজিল্যান্ড সিরিজে ফিরতে পারেন শামি

মুম্বই, ৩১ ডিসেম্বর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজেই জাতীয় দলে ফিরতে পারেন মহম্মদ শামি। ঘরোয়া ক্রিকেটে অভিজ্ঞ পেসারের ধারাবাহিকতায় খুশি জাতীয় নির্বাচকরা। এমনটাই খবর বোর্ড সূত্রের।

বাংলার হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে ৪ ম্যাচে ২০ উইকেট নিয়েছেন শামি। সৈয়দ মুস্তাক আলি ক্রিকেটে তাঁর ঝুলিতে ১৬ উইকেট। চলতি বিজয় হাজারেতে ৪ ম্যাচ খেলে শামির শিকার ৮ উইকেট। কিউয়িদের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে জসপ্রীত বুমরাকে। তাঁর জায়গায় শামির কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবা হচ্ছে। অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণ, হর্ষিত রানার পাশে একজন অভিজ্ঞ পেসার চাইছেন নির্বাচকরা। বোর্ডের ওই সূত্র জানিয়েছে, শামির পারফরম্যান্সের দিকে নজর রাখছে জাতীয় নির্বাচক কমিটি। তাঁর যোগ্যতা নিয়ে নির্বাচকদের মনে কোনও সন্দেহ নেই। প্রশ্ন ছিল ফিটনেস নিয়ে। তবে ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে ম্যাচ খেলা এবং উইকেট নেওয়ার পর, সেই চিন্তা দূর হয়েছে। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই নিউজিল্যান্ড সিরিজের দল ঘোষণা করার কথা। সবকিছু ঠিক থাকলে, শামির নাম ঘোষিত স্কোয়াডে থাকতে চলেছে।

এদিকে, শ্রেয়স আইয়ারের ফিটনেস নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। ফলে নিউজিল্যান্ড সিরিজে তাঁর মাঠে ফেরা অনিশ্চিত। তবে শ্রেয়সের অনুপস্থিতিতে ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের ফর্ম আশ্বস্ত করছে নির্বাচকদের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে সুযোগ পেয়ে রান পেয়েছিলেন ঋতুরাজ। বিজয় হাজারে ট্রফিতেও দারুণ ফর্মে রয়েছেন। অন্যদিকে, ঋষভ পন্থকে টপকে একদিনের সিরিজেও

ডাক পেতে চলেছেন ঈশান কিশান।

ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য ভাল খবর, অবশেষে ২২ গজে ফিরতে চলেছেন শুভমন গিল। ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ। তার আগেই পাঞ্জাবের হয়ে ৩ জানুয়ারি সিকিম ও ৬ জানুয়ারি গোয়ার বিরুদ্ধে বিজয় হাজারের দু'টি ম্যাচ খেলবেন শুভমন। এরপর ৭ বা ৮ জানুয়ারি যোগ দেবেন জাতীয় শিবিরে।

শুভমন ছাড়া জাতীয় দলেক তারকাদের মধ্যে রবীন্দ্র জাদেজা, কে এল রাহুলও বিজয় হাজারের দু'টি ম্যাচ খেলবেন। সৌরাষ্ট্রের হয়ে জাদেজা ৬ ও ৮ জানুয়ারি যথাক্রমে সার্ভিসেস ও গুজরাতের বিরুদ্ধে খেলবেন। অন্যদিকে, রাহুল ৩ এবং ৭ জানুয়ারি কর্নাটকের হয়ে যথাক্রমে ত্রিপুরা ও রাজস্থান ম্যাচ খেলবেন।

বিশ্বকাপে অধিনায়ক রশিদ

কাবুল, ৩১ ডিসেম্বর : ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হতে চলা আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের দল ঘোষণা করল আফগানিস্তান। রশিদ খানের নেতৃত্বাধীন দলে চমক অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার গুলবদন নইব ও ফাস্ট বোলার নবীন উল হকের প্রত্যাবর্তন। দু'জনেই চোট ও অফ ফর্মের কারণে দীর্ঘ সময় দলের বাইরে ছিলেন। গুলবদিনের অন্তর্ভুক্তিতে মিডল অর্ডারে অভিজ্ঞতার পাশাপাশি ভারসাম্যও আসবে। অন্যদিকে, কাঁধের চোট সারিয়ে নবীনের প্রত্যাবর্তন আফগান পেস বোলিংকে আরও শক্তিশালী করবে। তবে আফগানিস্তানের প্রধান শক্তি তাদের স্পিনাররা। রশিদের সঙ্গে দলে রয়েছেন অফ স্পিনার মুজিব উর রহমান, নুর আহমেদ, মহম্মদ নবিরা।

আগামী ছ'মাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ: হরমনপ্রীত

কোচ অমল মুজুমদারের সঙ্গে হরমনপ্রীত। ফাইল চিত্র।

তিরুবনন্তপুরম, ৩১ জানুয়ারি : শ্রীলঙ্কাকে ঘরের মাঠে হোয়াইটওয়াশ করে হরমনপ্রীত কৌর বললেন, পরের ছ'মাস খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অবশ্য আশা করেন যে, তাঁর দল ২০২৫-এর মতো নতুন বছরেও খেলবে।

গ্রিনফিল্ড স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কাকে ৫-০ চূর্ণ করে ভারত অধিনায়ক বলছিলেন, ২০২৫ আমাদের জন্য খুব ভাল কেটেছে। আমরা পরিশ্রমের ফল পেয়েছি। এবার এই সাফল্যকে নতুন বছরে ধরে রাখতে হবে। তিনি কোচ অমল মুজুমদারের কথা টেনে বলেন, স্যার বলেছিলেন স্ট্রাইক রেট বাড়াতে হবে। আর নিজেদের খেলার মানকে আরও উঁচুতে তুলতে হবে। এখন একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করতে পেরে আমরা সবাই খুশি। এবার আমাদের সামনে তাকাতে হবে। দেখতে হবে এই সিরিজে আমরা কী করেছি। তাছাড়া আমরা অনেকেই অনেক টি ২০ ক্রিকেট খেলেছি। তাই আমরা পারব এই বিশ্বাস নিজেদের মধ্যে ছিল।

হরমনপ্রীত এরপর যোগ করেন, ব্যাটার হিসাবে আমার দায়িত্ব ছিল দলের জন্য অবদান রাখা। এক ফর্ম্যাট থেকে আরেকটায় আসা সহজ নয়। কিন্তু সবাই টি ২০ খেলার জন্য মুখিয়ে ছিল। এবার সামনে ডব্লুপিএল। সবাই তার জন্য প্রস্তুত। আসলে সামনের ছ'মাস খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে। এভাবেই আমাদের পরিশ্রম করে যেতে হবে ও ব্যাট উঁচুতে রাখতে হবে। সিরিজের সেরা হয়ে শেফালি ভার্মা বলেছেন, সারা বছরের পরিশ্রমের ফল পেলাম। আরও পরিশ্রম করব। আমি আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরতে চাই। এদিকে, শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু মেনে নিয়েছেন তাঁরা এই সিরিজে ভাল খেলতে পারেননি।

মদ্যপান নিয়ে তদন্তে স্টোকসদের ক্লিনচিট

লন্ডন, ৩১ ডিসেম্বর : বক্সিং ডে টেস্ট জয়ের আমেজের মধ্যেই আরও একটা সুখবর পেলেন বেন স্টোকসরা। স্টোকস এবং তাঁর সতীর্থদের বিরুদ্ধে ওঠা অতিরিক্ত মদ্যপানের খবর ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড।

অ্যাসেজের তৃতীয় টেস্টের আগে সদলবলে স্টোকসরা গিয়েছিলেন নুসা সমুদ্রসৈকতে ছুটি কাটাতে। সেখানে ক্রিকেটাররা অতিরিক্ত মদ্যপান করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। এর পরেই গোটা ঘটনা তদন্ত করে দেখার দায়িত্ব পেয়েছিলেন ইংল্যান্ডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রব কি। তিনি নিজের রিপোর্ট ইংল্যান্ড বোর্ডের কাছে জমা দিয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে, অতিরিক্ত মদ্যপানের অভিযোগ ভিত্তিহীন। তদন্তে তেমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা মদ্যপান করলেও, সেটা মাত্রা ছাড়ায়নি। বোর্ডের কোনও নিয়মও ক্রিকেটাররা ভঙ্গ করেননি। তাই কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার

প্রয়োজন নেই।

তবে রিপোর্টে এও বলা হয়েছে, অ্যাসেজের মতো ঐতিহাসিক সিরিজে যতটা মনঃসংযোগ রাখা উচিত ছিল, ততটা ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের মধ্যে দেখা যায়নি। তাঁদের মধ্যে সামান্য হলেও ছুটির মেজাজ ছিল। তার প্রভাব পড়েছে মাঠে। তাই শাস্তি দেওয়া না হলেও, ক্রিকেটারদের সতর্ক করা হয়েছে। যদি ভবিষ্যতে ফের এমন অভিযোগ ওঠে, তাহলে শাস্তি হতে পারে ক্রিকেটারদের।

টি-২০ ক্রিকেটে নজির দীপ্তির

তিরুবনন্তপুরম, ৩১ ডিসেম্বর : মেয়েদের টি-২০ ক্রিকেটে সবথেকে বেশি উইকেট দখলের নতুন রেকর্ড গড়লেন দীপ্তি শর্মা। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে ১ উইকেট শিকারের পর, দীপ্তির উইকেট সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৫২টি। কেরিয়ারের ১৩৩তম টি-২০ ম্যাচে এই নজির গড়লেন ভারতীয় অলরাউন্ডার। তিনি টপকে গিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মেগান শাটকে (১২৩ ম্যাচে ১৫১ উইকেট)। শুধু তাই নয়, টি-২০ ফরম্যাটে ব্যাট হাতে ১১০৭ রান করেছেন দীপ্তি। পুরুষ এবং মহিলা ক্রিকেট মিলিয়ে দীপ্তি প্রথম ক্রিকেটার, যাঁর কুড়ি-বিশের ফরম্যাটে হাজার রান ও দেড়শোর বেশি উইকেট রয়েছে। আরও একটা রেকর্ড হাতছানি রয়েছে দীপ্তির সামনে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর ঝুলিতে আপাতত ৩৩৪ উইকেট। আর মাত্র এক উইকেট নিলেই তিনি ছুঁয়ে ফেলবেন ইংল্যান্ডের নাথান শিভার ব্রান্টের সবথেকে বেশি (৩৩৫টি) আন্তর্জাতিক উইকেট নেওয়ার রেকর্ড।